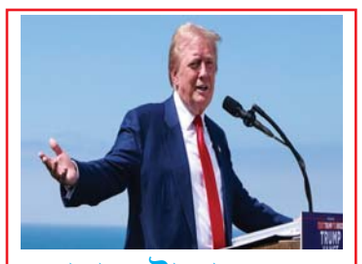

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফের হত্যার চেষ্টা, অস্ত্রসহ আটক ১

সারে-জমিন

ঘাটালে জলে নেমে বন্যা পরিস্থিতি দেখলেন দেব

রূপসী বাংলা

ইসলামপুরকে জেলা করার প্রাসঙ্গিকতা

সম্পাদকীয়

ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত: সিদ্দিকুল্লাহ

সাধারণ

আইএসএলে প্রথম ম্যাচে শেষ মুহূর্তের গোলে হার মহামেডানের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১ আশ্বিন ১৪৩১
১৩ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 253 ■ Daily APONZONE ■ 17 September 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

সুপ্রিম কোর্টে আজ আর্জি কর মামলা নিয়ে উৎকণ্ঠা

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক চিকিৎসককে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের চলমান বিক্ষোভের মধ্যেই মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানি হওয়ার কথা।

সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটের কজলিস্ট অনুসারে, ১৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চে মামলাটি প্রথম আইটেম হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

গত ৯ আগস্ট হাসপাতালের বক্ষক বিভাগের সেমিনার কক্ষ থেকে ওই চিকিৎসকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট ৯ সেপ্টেম্বর তার সর্বশেষ আদেশে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের ১০ সেপ্টেম্বর, বিকেল ৫টার মধ্যে কাজে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত চিকিৎসকরা তাদের কাজে ফেরেননি, যা আদালতের আদেশের লঙ্ঘন।

জুনিয়র ডাক্তারদের প্রায় সব দাবি মেনে নিলেন মমতা, কর্মবিরতি ওঠার সম্ভাবনা

মুখ্যমন্ত্রীর লিখিত নির্দেশ ও বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার অপেক্ষা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের বৈঠক প্রায় সদর্থক হয়েছে বলা যেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারদের ৯৯ শতাংশ দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। সেগুলির ব্যাপারে মঙ্গলবার বিকালে নির্দেশ জারি করা হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠক সন্ধ্যে ৬টা ৪৫ এ বৈঠক শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, পুলিম প্রধান রাজীব কুমার, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রমুখ। জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে ৪২ জন হাজির ছিলেন। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী জুনিয়র ডাক্তারদের পাঁচ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে সিংহভাগই মুখ্যমন্ত্রী মেনে নিয়েছেন বলে তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। সেই সব সিদ্ধান্ত এবং মিটিংয়ে যাবতীয় আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বলিত কাগজে রাজ্য সরকারের পক্ষে সই করেন মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ। আর অপরদিকে হাজির থাকা ৪২ জন জুনিয়র ডাক্তাররা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যয় প্রায় পৌনে বারোটা নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেন,উভয় পক্ষই খুশি এতক্ষণ আলোচনা করতে পারলাম বলে। জুনিয়র ডাক্তাররা

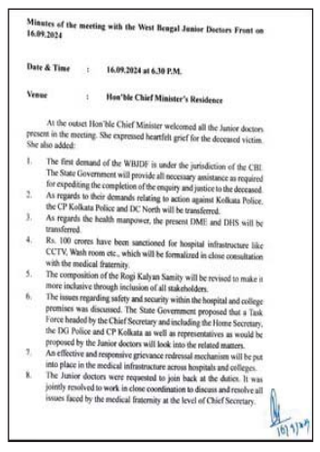

Minutes of the meeting with the West Bengal Junior Doctors Front on 16.09.2024

Date & Time : 16.09.2024 at 6.30 P.M.

Venue : Hon'ble Chief Minister's Residence

At the outset Hon'ble Chief Minister welcomed all the Junior doctors present in the meeting. She expressed heartfelt grief for the deceased victim. She also added:

1. The first demand of the WBJDF is under the jurisdiction of the CBI. The State Government will provide all necessary assistance as required for expediting the completion of the enquiry and justice to the deceased.
2. As regards to their demands relating to action against Kolkata Police, the CP Kolkata Police and DC North will be transferred.
3. As regards the health manpower, the present DME and DHS will be transferred.
4. Rs. 100 crores have been sanctioned for hospital infrastructure like CCTV, Wash room etc., which will be formalized in close consultation with the medical fraternity.
5. The composition of the Rogi Kalyan Samity will be revised to make it more inclusive through inclusion of all stakeholders.
6. The issues regarding safety and security within the hospital and college premises was discussed. The State Government proposed that a Task Force headed by the Chief Secretary and including the Home Secretary, the DG Police and CP Kolkata as well as representatives as would be proposed by the Junior doctors will look into the related matters.
7. An effective and responsive grievance redressal mechanism will be put into place in the medical infrastructure across hospitals and colleges.
8. The Junior doctors were requested to join back at the duties. It was jointly resolved to work in close coordination to discuss and resolve all issues faced by the medical fraternity at the level of Chief Secretary.

অনেক ইস্যু তুলে ধরেছেন। তাদের দাবি মতো পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে সরানো হবে মঙ্গলবার বিকালে। যদিও বিনীত গোয়েল আগেই পদত্যাগ করতে চেয়েছেন। বিনীত নাকি বলেছেন তারও পরিবার পরিজন আছে। এটা মিটিংয়ে বলেছে আমায়। এরপর আমরা সিদ্ধান্ত নিই আগামীকাল চারটের পর কলকাতা পুলিশে বদল আনব। নতুন সিপিকে দায়িত্বভার বিনীত দেবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কোর্ট কেস শেষ না হচ্ছে। আর কিছু পুলিশে রদবদল হবে। সেটা চিফ সেক্রেটারি জানাবেন। মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে আরও জানান, বিনীত যেখানে কাজ করতে চেয়েছেন সেখানেই দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন সিপি আসবেন ততক্ষণ তিনি দায়িত্ব সামলাবেন। জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি মতো কলকাতা নর্থের ডিসি কেও সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে সেটা মঙ্গরবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। হাসপাতালের সেফ্টি সিকিওরিটি, পরিকাঠামো গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। একটি কমিটি হয়েছে। মুখ্যসচিব, হোম সেক্রেটারি, ডিজি, সিপি থাকবেন তাতে। হাসপাতালের সুরক্ষার জন্য বিশেষ করে সিসিটিভি ইত্যাদির জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোসণা দেওয়া হয় ওই মিটিংয়ে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, জুনিয়র ডাক্তাররা তিনজন অফিসারকে সরানোর দাবি করেছিলেন। আমরা দুটো মেনেছি। স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার বদল করা হবে। এর চেয়ে বেশি আর কী করতে পারি। ৯৯ শতাংশ দাবি মেনে নিয়েছি বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে বলেন, যত ক্ষণ না আদালতে মামলার শুনানি হচ্ছে, তত ক্ষণ এই রদবদল হবে না। পুলিশে আরও কিছু রদবদল হবে। সেটা মুখ্যসচিব মঙ্গলবার বিকেলের পর ৪টের পর জানিয়ে দেবেন নোটিশ দিয়ে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বৈঠকে পাঁচ দফার স্মারকলিপি দেন চিকিৎসকরা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং আন্দোলনরত পড়ুয়া চিকিৎসকদের বক্তব্য মন্তব্য মন দিয়ে শোনেন। বৈঠক শেষে দীর্ঘক্ষণ ধরে বৈঠকে আলোচিত বিষয়ে কার্যবিবরণী লেখা হয়। সবাই সই রকার পর জুনিয়র ডাক্তাররা স্বাস্থ্য ভবনের সামনে ধর্না মঞ্চের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেখানে গিয়ে তারা সাংবাদিকদের জানান, মুখ্যমন্ত্রী মৌখিক আশ্বাস দিয়েছেন যতক্ষণ না লিখিত আকারে নির্দেশ দেওয়া হবে তার আগে আন্দোলন প্রত্যাহারের বিষয়ে কিছু ভাবা হবে না। কয়েকজন জুনিয়র ডাক্তার অবশ্য হুঁশিয়ারি দেন, তাদের দাবির মধ্যে ছিল স্বাস্থ্য সচিবের পদত্যাগ। তাই সেই দাবিও সরকারকে মেনে নিতে হবে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে আর জি কর মামলার মুনানি। সেদিকেও তাদের নজর থাকবে বলে তারা জানান।

উল্লেখ্য, সোমবার পঞ্চম বার রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের চিঠি পাঠান। এরপর জুনিয়র চিকিৎসকরা নিজেদের মধ্যে বৈঠকে বসে লাইভ সম্প্রচারণ এবং ভিডিওগ্রাফি দাবি থেকে সরে এসে মিটিং এর মিনিট উভয় পক্ষের মধ্যে হস্তান্তর হবে এই শর্তের রাজি হয়ে তাদের পাঁচ দফা দাবি নিয়ে বিকেল পাঁচটার মধ্যে কালীঘাটে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসার ক্ষেত্রে সহমত পোষণ করেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আন্দোলন স্থলে নীল সাদা রঙের বাস নিয়ে আসা হয়। ওই বাসে তাদেরকে কালীঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় বৈঠকে যোগ দিতে।

রাহুলের জিভ কেটে নিতে পারলে ১১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা শিবসেনা বিধায়কের

আপনজন ডেস্ক: মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার এক বিধায়ক ঘোষণা করেছেন, সংরক্ষণ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লোকসভার মন্তব্যে বিরোধী দলনেতার জন্য কেউ রাহুল গান্ধির জিভ কেটে ফেললে তাকে ১১ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।প্রায়শই বিতর্কের জন্য পরিচিত, বুলধানা আসনের প্রতিনিধিত্বকারী শিবসেনা বিধায়ক সঞ্জয় গায়কোয়াড় বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহা ইউতি সরকারকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছেন।

গায়কোয়াড়ের মন্তব্য দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহা বিকাশ আঘাদি শিন্ডে এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের উপর ব্যাপক আক্রমণ চালায়, যিনি বিজেপি এবং এনসিপি সভাপতি অজিত পাওয়ারকে শট বলে অভিহিত করেন।

তিনি বলেন, বিদেশের মাটিতে থাকাকালীন রাহুল গান্ধি বলেছিলেন যে তিনি ভারতে সংরক্ষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে চান। এর মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। এটি এমন মানসিকতা দেখায় যা সহজাতভাবে সংরক্ষণের বিরোধী। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে গায়কোয়াড়কে বলতে শোনা যায়,

যে কেউ রাহুল গান্ধির জিভ কেটে নেবে, তাকে আমি ১১ লক্ষ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করব।

তিনি বলেন, লোকসভা ভোটে ওরা সংবিধান বিপন্ন বলে মিথ্যা প্রচার করে ভোট নিয়েছে। বিজেপি সংবিধান পরিবর্তন করবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি বলেছিলেন যে ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর যে সংরক্ষণ দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তারা সংরক্ষণ শেষ করবে।

শিন্ডে-ফড়নবিশ-পওয়ারের ত্রয়ী গায়কোয়াড়ের মন্তব্য নিয়ে কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত ছিলেন। তবে বিজেপি তাদের জোটসঙ্গীর বিধায়কের মন্তব্য থেকে দূরে সরে গিয়ে বলে, আমরা (শিবসেনা বিধায়ক) বিধায়কের মন্তব্যকে সমর্থন করি না।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নানা পাটোলে দাবি করেন, গায়কোয়াড়ের বিরুদ্ধে অপরাধ দায়ের করতে হবে। তিনি বলেন, এই সরকারের গুন্ডাশাহী, হুকুমশাহী ও তালেবানশাহীর দিকে মানুষ তাকিয়ে আছে।

আশ শিফা হসপিটাল
ASHSHEEFA HOSPITAL
প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল
সহরারহাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা-সহ
সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা
স্পেশালিস্ট ডাক্তার দ্বারা সমস্ত রোগের আউটডোর পরিষেবা
ইনডোর পরিষেবায় সমস্ত রকম অপারেশনের সুবিধা
সমস্ত ধরনের ল্যাব টেস্ট একই ছাদের তলায়
রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে ICCU পরিষেবা
চব্বিশ ঘণ্টা MD ডাক্তারের উপস্থিতি
মাত্র ৩৫০০ টাকায় সম্পূর্ণ শরীর চেকআপ
২৪ ঘণ্টা ইউএসজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডায়ালিসিস, ডিজিটাল এক্স-রে ও সিটি স্ক্যান করার সুবিধা
ডিরেক্টর: ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত, MBBS, MD, Dip Card
91237 21642 / 89360 01515

ফ্রন্টপেজ অ্যাকাডেমি
পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণিতে বালক ও বালিকা বিভাগে ভর্তির ফর্ম দেওয়া হচ্ছে
* ফ্রন্টপেজ অ্যাকাডেমি
ইসলামি ভাবাদর্শে বালকদের আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
* ফ্রন্টপেজ গার্লস অ্যাকাডেমি
ইসলামি ভাবাদর্শে বালিকাদের আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
* ফ্রন্টপেজ পাবলিক স্কুল (ইংলিশ মিডিয়াম)
নার্সারী থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত

পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি - ২০২৫
প্রবেশিকা পরীক্ষা : ৬ অক্টোবর ২০২৪ রবিবার বেলা ১২ টায়।
ফলাফল প্রকাশ : ১৫ অক্টোবর ২০২৪ মঙ্গলবার, কলম পত্রিকায়।
সাক্ষাৎকার ও ভর্তি : ২১ অক্টোবর ২০২৪ সোমবার থেকে।
ক্লাস শুরু : ৬ জানুয়ারি ২০২৫ সোমবার থেকে।
মেইন ক্যাম্পাস দেওয়ানআটি (হাড়োয়া রোড রেলস্টেশন), পো: হাদিপুর, থানা: দেগঙ্গা, উ: ২৪পরগণা, ৭৪৩৪২৪
গার্লস ক্যাম্পাস দেওয়ানআটি (হাড়োয়া রোড রেলগেট), পো: হাদিপুর, থানা: দেগঙ্গা, উ: ২৪পরগণা, ৭৪৩৪২৪
* হেড অফিস : 9564900114 * গার্লস ক্যাম্পাস : 9564900103
* ভর্তি সংক্রান্ত : 9564900198 * হেল্প ডেস্ক : 9564900304
www.fpfedu.org frontpageacademy2010@gmail.com

প্রথম নজর

জেলা তৃণমূল নেত্রীর মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের সংগঠন সমিতি হলে'মুখোমুখি আমরা' কর্মসূচী থেকে বিজেপি ও বামেদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করল মহিলা তৃণমূল জেলা সভানেত্রী সাগরিকা সরকার।আর এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে হরিশ্চন্দ্রপুরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। প্রধানমন্ত্রীকে মহিষাসুর বলে আক্রমণ করেন তিনি। সাগরিকা বলেন, আর জি কর কান্ডের ঘটনাকে হাতিয়ার করে বিজেপি ও সিপিএম ভুল বুঝিয়ে মেয়েদের পথে নামিয়েছে।মুখ্যমন্ত্রীর নামে কুৎসা রটাচ্ছে।ওদের বয়কট করুন। মুখ্যমন্ত্রীর নামে কুৎসা রটালে ঝাঁটা পিটা করুন।ওরা জোর করে ক্ষমতা দখল করতে চায়। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি করছেন।এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন,রতুয়া বিধানসভার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়,মালদহ জেলা পরিষদের সদস্য তথা মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সাগরিকা সরকার ও মালদহ জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম সহ অন্যান্যরা। জেলা সভানেত্রীর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে হরিশ্চন্দ্রপুরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।সিপিআইএম নেতা সুব্রত দাস বলেন, আগামী দিনে দেখবেন তৃণমূল কেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দুই হাতে ঝাঁটা নিয়ে তাড়াবে। মালদহ জেলা বিজেপির সহ সভাপতি অজয় গাঙ্গুলী বলেন, টালা থানার আইসি গেছে এবার কালিঘাটের পিসি যাবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। সঠিক সময়ে মানুষ বুঝিয়ে দিবে।
সাগরিকা বলেন, আমাদের লক্ষ্য একটাই আগামী ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন।বিজেপি ও সিপিএম যেভাবে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে ও দিদির পদত্যাগ নিয়ে যে তারা নোংরা খেলা খেলছে সেই খেলা আমরা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস কিছুতেই খেলতে দেব না।

কুমিরের সঙ্গে লড়াই করেও বাঁচল যুবক

নকীব উদ্দিন গাজী ● কাকদ্বীপ

আপনজন: কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে এক মৎস্যজীবীকে প্রাণে বাঁচালেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাথরপ্রতিমার ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট রাক্ষসখালির বাসিন্দা তাপস দাস মৃদঙ্গভাঙা নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। তিনি চাঁদপোঁতা ঘাটের কাছে মাছ ধরার জন্য জাল ফেলছিলেন। সেই সময় একটি কুমির এসে তাপসের পায়ে কামড় দিয়ে নদীতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কুমির পায়ে কামড় দিতেই তাপস চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আশেপাশে থাকা মৎস্যজীবীরা ঘটনাটি দেখতে পান। তাঁরা ছুটে এসে কুমিরের কামড় থেকে তাপসকে বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে মানুষ ও কুমিরের লড়াই। শেষ পর্যন্ত কুমিরটি তাপসের পা ছেড়ে দিয়ে নদীতে চলে যায়। তবে এই ঘটনায় তাপস গুরুতর আহত হয়। তৎক্ষণাৎ তাঁকে উদ্ধার করে পাথরপ্রতিমার গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ওয়াকফ বোর্ডের দায়িত্ব ছেড়ে জনসংযোগে নামলেন আবদুল গনি

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদহের কালিয়াচক-১ নং ব্লকের গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জোলামোড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দকৃত ৩০ লক্ষ টাকার নিকাশি নালার কাজের শুভ সূচনা করেন সুজাপুর বিধানসভার বিধায়ক আব্দুল গণি। এদিন তার বিধানসভা কেন্দ্রের নিজস্ব এলাকায় সরকারি অর্থানুকূল্যে প্রায় ২০ কোটি টাকার কাজ করেছেন। কোথাও কংক্রিটের নিকাশি নালা, রাস্তা সংস্কার, কবরস্থানে সৌরবাতি ও বিভিন্ন গ্রামের মোড়ে সৌরবাতির কাজ করা হয়েছে। এদিনের শুভ সূচনাতে উপস্থিত ছিলেন, সুজাপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আব্দুল গণি, সামিজুদ্দিন আহম্মেদ (রাহুল), গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এর প্রতিনিধি এসমোহাম্মদ খান সহ বিশিষ্টরা।
বিধায়ক আব্দুল গণি বলেন, আমার সুজাপুর বিধানসভার স্বার্থে অন্তত ২০ কোটি টাকার প্রকল্পের অনুমোদন দেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাস্তাঘাট, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সৌরবাতি, বিদ্যুতের টাওয়ার বসানো, সুজাপুর হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করতে পেরেছি। এছাড়াও বলেন, সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর নিকাশি নালা ও রাস্তার জন্যে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। সমস্ত প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। একটি ড্রেনের কাজ বাকি ছিল। এটির নির্মাণ কাজ আজকে থেকে শুরু করা হল। এখানে ৩০ লক্ষ টাকা দিয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। আমি পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে ছিলাম। সরকারি কাজকর্ম নিয়ে কলকাতায় ব্যস্ত থাকতাম। তবু রাজ্য সরকারের বরাদ্দ অর্থে সুজাপুরের মানুষের জন্য প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করতে পেরেছি।

নদী বাঁধ ভাঙার আশঙ্কায় ব্রাহ্মণী নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলি

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: গত তিন দিনের টানা বৃষ্টির ফলে বৈধড়া জলাধার থেকে ছাড়া হয়েছে অতিরিক্ত জল। যার ফলে ফুলেঁফেপে প্লাবিত হয়েছে ব্রাহ্মণী নদী।নদী বাঁধ ভাঙার আশঙ্কায় এখন নদীর তীরবর্তী এলাকার মানুষজন। সোমবার সকাল ১১ টা নাগাদ এমনই চিত্র দেখা গেল নলহাটি ১ নম্বর ব্লকের ব্রাহ্মণী নদীর দেবগ্রাম ঘাটে। নদী গর্ভে উপচে পড়া জলের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নৌকার ওপর চলছে নদী পারাপার। বীরভূমের নলহাটির পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খন্ডে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জেরে উপচে পড়ছে বৈধড়া জলাধার। যার ফলে সোমবার বেলা ১১ টা নাগাদ বৈধোরা জলাধার থেকে ছাড়া হয়েছে ৬ হাজার ৩০০ কিউসেক জল। যার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ব্রাহ্মণী নদীর উপর যে পরিমাণে জল স্তর বেড়েছে। তাতে এদিন বৈধড়া জলধর থেকে আবারও ৬৩০০ কিউসেক অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে নদীর দুই কুল ছাপিয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। যার কারণে নদীর পাড় ভেঙে নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলি বন্যায় প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় দিন কাটছে এলাকা বাসীর মধ্যে। ইতিমধ্যে নলহাটি প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকা গুলিতে জারি করা হয়েছে সতর্কবার্তা। একইভাবে নলহাটি ২ নম্বর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকাবাসীর সুরক্ষার জন্য কন্ট্রোল রুমও খোলা হয়েছে। সেই সঙ্গে এলাকায় নজরদারি রাখা হয়েছে বলে জানান নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের ভিডিও রঞ্জন দাস।

এপিডিআর-এর রাজ্য সম্মেলন বহরমপুরে

হাসান সেখ ও সামসুল হালসানা ● বহরমপুর

আপনজন: ৫০ পার হওয়া মানবাধিকার সংগঠন এ পি ডি আর এর দুদিন ব্যাপী (১৫ ও ১৬ই আগস্ট) ২৮তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার ঐতিহাসিক এম এন একাডেমী উচ্চ বিদ্যালয়ে। রাজ্য সম্মেলনের আয়োজক ছিল এপিডিআর লালগোলা শাখা। ১৫ ই আগস্ট বেলা ১১ টার সময় লালগোলা স্টেশন থেকে মিছিল করে লালগোলা শহর পরিক্রমা করে কর্মসূচির সূচনা হয়। মিছিল গিয়ে এম এন একাডেমিতে শেষ হয়। এরপর বিদ্যালয়ের বিশাল হল ঘরে শুরু হয় প্রকাশ্য সভা। প্রকাশ্য সভায় বাইরে থেকে আমন্ত্রিত অনেকেই বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বর্তমান বিশ্বে তথা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

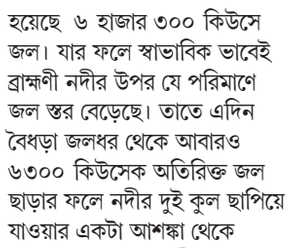

কিভাবে মানুষের মানবাধিকার হরণ করে চলেছে তা তুলে ধরেন। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এর কার্যকরী সভাপতি দেবাশীষ ব্যানার্জি তার বক্তব্যে আর জি কর এবং দেশের অন্যান্য প্রান্তে যেভাবে নারীদের উপর অত্যাচার ধর্ষণ করে খুন করা হচ্ছে তা অত্যন্ত আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছে বলে তার অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি ধর্ষকদের এবং খুনীদের উপযুক্ত সাজার দাবি করেন। প্রকাশ্য সমাবেশের পর পাঁচজনের সভাপতি মন্ডলী তৈরি করা হয়।

কালীঘাটে জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠক ঘিরে ছিল ব্যাপক উদ্বেগ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার টানা দু ঘন্টা ধরে আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর অনুযায়ী বৈঠকে পাঁচ দফার স্মারকলিপি তাদের দাবি সম্বলিত তা জমা দিয়েছেন চিকিৎসকরা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং আন্দোলনরত পড়ুয়া চিকিৎসকদের বক্তব্য মন্তব্য মন দিয়ে শোনেন। দীর্ঘ টানা পোড়েনের পর কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের দোরগোড়ায় জুনিয়র ডাক্তারদের বাস গিয়ে পৌঁছয়। বৈঠকের নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে সেখানে পৌঁছান আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা। একে একে দুজন স্টেনোগ্রাফার সহ ৩০ জনের বেশি প্রতিনিধি প্রবেশ করেন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে বন্দরের অন্দরে। শুরু হয় বৈঠক ৫ দফা দাবিকে সামনে

রেখে।রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পঞ্চম বার বৈঠকের জন্য জুনিয়র চিকিৎসকদের চিঠি পাঠানোর পর তারা বৈঠকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সোমবার পঞ্চম বার রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের চিঠি পাঠান। এরপর দুনিয়া চিকিৎসকরা নিজেদের মধ্যে বৈঠকে বসে লাইভ সম্প্রচারণ এবং ভিডিওগ্রাফি দাবি থেকে সরে এসে মিটিং এর মিনিট উভয় পক্ষের মধ্যে হস্তান্তর হবে এই শর্তের রাজি হয়ে তাদের পাস দফা দাবি নিয়ে বিকেল পাঁচটার মধ্যে কালীঘাটে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসার ক্ষেত্রে সহমত পোষণ করেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আন্দোলন স্থলে নীল সাদা রঙের বাস নিয়ে আসা হয়। ওই বাসকে সময় মত কালীঘাটে পৌঁছে দিতে পুলিশের পাইলট কার প্রস্তুত থাকে।। বৈঠকের সময় বিকেল পাঁচটা।ওই সময়ে মধ্যে কালীঘাটে তাদের পৌঁছানো হয়।

নার্সিংহোমে মৃত্যু হলেও সরকারি তালিকায় নাম নিয়ে জোর বিতর্ক

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়ার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ পল্লীর বাদিন্দা শিবু মালাকার পেশায় ছিলেন মুটে। অভাবের সংসার কোনোভাবে চলত। গত ১১ আগষ্ট সিভিয়ার ব্রেইন স্ট্রোক হয় শিবুর। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে গত ১৬ আগষ্ট পর্যন্ত চিকিৎসাধীন ছিলেন শিবু। চিকিৎসায় সাময়িক সুস্থ হয়ে ওঠায় তাঁকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তিনি বাড়ি ফিরে যান। পরে ফের তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে ফের তাঁকে নিকটবর্তী একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেই নার্সিংহোমেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২২ আগষ্ট মৃত্যু হয় শিবুর। মৃতের পরিবারের দাবী বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি থাকাকালীন তাঁরা প্রত্যাশা মতোই চিকিৎসা পরিসেবা পেয়েছেন। নিয়মিত চিকিৎসকরা যেমন চিকিৎসা করেছেন তেমনই স্বাস্থ্য কর্মীরাও প্রয়োজনমতো পরিসেবা দিয়েছেন। শিবু মালাকারের নাম কীভাবে রাজ্য সরকার প্রকাশিত তালিকায় স্থান পেল তা নিয়ে রীতিমত হতবাক মেডিক্যাল কলেজে কর্তৃপক্ষও। জুনিয়ার চিকিৎসকদের আন্দোলনের জেরে শিবু

মালাকারের চিকিৎসার কোনোরূপ গাফিলাতি হয়নি বলেই দাবী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। শিবু মালাকারের মৃত্যুর দায় ভাবে জুনিয়ার চিকিৎসকদের আন্দোলনের উপরে চাপিয়ে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারী জুনিয়ার চিকিৎসকরা। মৃতের পরিবার থেকে শুরু করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সব পক্ষই বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসায় গাফিলাতির অভিযোগ অস্বীকার করলেও স্থানীয় তৃনমূল কাউন্সিলার কিন্তু এর দায় চাপিয়েছেন জুনিয়ার চিকিৎসকদের ঘাড়েই। তবে তাঁকে চেপে ধরতেই আমতা আমতা করে কোনোক্রমে পার পাওয়ার চেষ্টা করলেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে শিবু মালাকারের নাম ওই তালিকায় স্থান পেল কীভাবে? তবে কী শুধু রাজনৈতিক কারনে বা জুনিয়ার চিকিৎসকদের চাপে ফেলতেই শিবু মালাকারের মতো মৃত্যুকে হাতিয়ার করছে রাজ্য সরকার।

কলতানের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি বামেদের

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: আর.জি.কর কান্ডের আসল দোষী দের গ্রেফতারের দাবি ও কমরেড কলতান দাসগুপ্তের নিঃশর্তে মুক্তির দাবি নিয়ে ডিওয়াইএফআই-এর মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন থানা ঘেরাও পাশাপাশি কান্দি থানা ঘেরাও ও বিক্ষোভ কর্মসূচি করল এস এফ আই এবং ডি ওয়াই এফ আই। প্রসঙ্গত ডিওয়াইএফআই যুব নেতাদের দাবী অডিও বার্তা নিয়ে চক্রান্ত করে যুব নেতা কলতানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আর.জি.কর কান্ডের আসল দোষী দের গ্রেফতারের দাবি ও কমরেড কলতান দাসগুপ্তের নিঃশর্তে মুক্তির দাবি নিয়ে সোমবার মুর্শিদাবাদের কান্দি থানা ঘেরাও ও বিক্ষোভ কর্মসূচি করে এস এফ আই এবং ডি ওয়াই এফ আই। উল্লেখ্য অবস্থানরত জুনিয়র ডাক্তারদের উপর হামলার ছক করা হচ্ছে। এই দাবি করে শুক্রবার একটি অডিও প্রকাশ করেছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তারপরই সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই নেতা কলতান দাশগুপ্তকে গ্রেফতার করে বিধাননগর পুলিশ।

ঘাটালে জলে নেমে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন সাংসদ দেব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঘাটাল

আপনজন: সোমবার ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব। এদিন তিনি প্রথমে কেশপুরের বিশ্বনাথপুর , ঝলকা , পিতম্বরচক গ্রামে যান। সেখানকার বন্যা পরিস্থিতি দেখেন। বন্যা দুর্গত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন। এরপর যান দাসপুর - ১ ব্লকের নাড়াজল ও রাজনগর এলাকা। এখানেও বন্যা পরিস্থিতি খারাপ। বিকেলে আসেন ঘাটালে। ঘাটালের অজবনগর , ইড়পালা , সুলতানপুর , মনশুকায় । এসব এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি সবথেকে বেশি ভয়াবহ। বন্যা কবলিত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন। সন্ধ্যায় মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রাণ হানি ঠেকাতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেসব খোঁজ খবর নেন। পর্যাপ্ত ওষুধ (আন্টি ভেনাম সহ), পানীয় জল , শিশু খাবার , মজুত আছে কিনা খোঁজ নেন।
দেব জানান , ঘাটালবাসীকে বন্যা থেকে মুক্ত করে আনা তাঁর চ্যালেঞ্জ। এটা তিনি

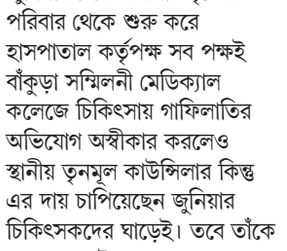

করবেনই।রাজ্য সরকার সর্বোতভাবে সহযোগিতা করছে। ডিসেম্বর থেকে ঘাটাল মাষ্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হয়ে যাবে। সোমবার সকালেই এনিয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিব ও মুখ্য বাস্তুকারের সঙ্গে কথা হয়েছে।
জমি চিহ্নিতকরণ হয়ে গেছে। জমা জল বের করার জন্য দুটি বড় পাম্পিং স্টেশন করা হবে। দ্রুত জমি অধিগ্রহণ এর কাজ শুরু হবে। কয়েকটি পর্যায়ে কাজ হবে। ডিসেম্বর মাসেই প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়ে যাবে। দেব জানান , দেশ জুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। এটা চিন্তার বিষয়। গত তিনদিন ধরে অতি ভারীবৃষ্টি এর উপর ডিভিসি জলাধার থেকে ৪০ হাজার কিউসেক জল ছাড়ার ফলে ঘাটাল মহকুমার বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।
তবে সব ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে জেলা প্রশাসন।

বৈদ্যবাটি মসজিদে বিশ্ব নবি দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: সোমবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিলাদুন্নবী জালসা অনুষ্ঠিত হলো হুগলির বৈদ্যবাটি চৌমাথা মুসলিম পাড়া মসজিদ প্রাঙ্গণে। বিশাল এক জুলুস আসে বৈদ্যবাটি মাঠপাড়া মসজিদের ইমাম সাহেব সহ ও সকল মহাল্লাবাসী তাদের জন্য যত কিঞ্চিত তাবারকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ও সুন্দর ভাবে বন্টন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কচিকাঁচা ছেলেমেয়েদের মধ্যে নাতে রাসুল ও কেরাত প্রতিযোগিতা হয়। তাদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারকে বিশেষ পুরস্কার ছাড়াও সকল প্রতিযোগিদের শান্তনা পুরস্কার দেওয়া হয়। ।মাগরিব বাদ মিলাদুন্নবী জালসায় বক্তব্য রাখেন অলবেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি ফুরফুরার ভূমিপুত্র আবু আফজাল জিন্নাহ বক্তব্যে নবিপাক সাঃ-এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। দেশবাসীর কল্যান কামনা করে মোনাজাতের মাধ্যমে সমাপ্তি হয়।

লাভপুরে বাঁধ ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত বিস্তীর্ণ এলাকা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: নিম্নচাপের জেরে টানা বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন ছোট বড় নদী ধীরে ধীরে ফুলে ফেঁপে উঠছে। অতি বৃষ্টির কারণে জল বেড়েছে বীরভূমের লাভপুরের কুয়ে নদীতেও। মাস কাটতে না কাটতে ফের বন্যার আতঙ্কে ঘুম উড়েছে লাভপুরের ঠিবা আঞ্চলের প্রায় ১৫টি গ্রামের। গত মাসের শুরুতে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে কুয়ে নদীর জল বাড়ার কারণে লাভপুরের ঠিবা গ্রামে নদীর বাঁধ ভেঙ্গে জলে প্লাবিত হয় লাভপুরের ঠিবা অঞ্চলের প্রায় ১৫ টি গ্রাম। সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, জয়চন্দ্রপুর, চতুর্ভুজপুর, ঠিবা সহ ৬টি গ্রাম। জলের তলায় চলে যায় ঠিবা ও জামনা অঞ্চলের কয়েকশ একর ধানের জমি। ব্যাপক পরিমাণে ক্ষতির মুখে পড়েন চাষিরা। সেই রেশ কাটতে না কাটতে ফের অতি ভারী বৃষ্টির কারণে ফুলে ফেঁপে উঠছে লাভপুরের কুয়ে নদী। আতঙ্কে ঘুম উড়েছে গ্রামগুলির।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাসুবাটিতে নবী দিবসে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: বাসুবাটি মেজ হুজুর দরবার শরীফ এবং আজমনগর ও বাসুবাটি গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে ঈদ মিলাদুন্নবী জুলুস আয়োজিত হয়।সারা বাংলা আহালে সুন্নত হানাফী জামাতের উদ্যোগে হাজার হাজার মানুষ দু কিলোমিটার ডযাত্রা করে সালাতো সালাম এবং আখেরি মোনাজাত করেন। গদ্দিনশিন সৈয়দ আহসানুল ইসলাম শান্তির বার্তা এবং আল্লাহর কাছে সুস্থতা ও শান্তি কামনা করেন। উপস্থিত ছিলেন পীর সৈয়দ তাজুল ইসলাম. সারা বাংলা আহলে সুন্নাত হানাফি জামাতের সম্পাদক পীরজাদা সৈয়দ তাফহীমুল ইসলাম ও পীরজাদা এমদাদুল ইসলাম. সৈয়দ জিসানুল ইসলাম ও মাওলানা সৈয়দ হামিদুল ইসলাম। দেখভাল করছিলেন সৈয়দ তৌকিরুল ইসলাম ও তারিফুল ইসলাম।

জলে ভাসছে গ্রাম, বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: চাষেও ক্ষতি টানা বৃষ্টির ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী করিমপুর দু'নম্বর ব্লকের নতিডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও জলমগ্ন। অধিকাংশ পরিবার জলের তলায়। টানা জল দাঁড়িয়ে থাকায় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে চাষেও।অতিবর্ষণে জলের তলায় চারশো বিঘা জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত। দীর্ঘ দিন মাঠের কালভার্ট সংস্কার না হওয়ায় এমনটা হল। স্থানীয় বাসিন্দা নূর মোহাম্মদ মন্ডল বলেন, ৮ থেকে ১০ বছর ধরে একটি সমস্যায় ভুগছেন তারা প্রায় চারশো বিঘ জমির ফসল প্রত্যেক বছরে জলের তলায় চলে যায়। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওই এলাকার কৃষকরা সোমবার স্থানীয় বাসিন্দারা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান।

শিলিগুড়িতে দুর্ঘটনায় মৃত জওয়ান

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: দুর্ঘটনায় মৃত বড়ঞা থানার গোপীপুরের ভারতীয় সেনার জওয়ান। সোমবার দেহ গোপী পুর বাড়িতে ফিরতেই গ্রামে নেমে এল শোক। মৃত জওয়ানের নাম মনসুর সুলতান (২৮)। গত শনিবার শিলিগুড়িতে পথ দুর্ঘটনায় মারা যান তিনি। এরপর এদিন দেহ গ্রামে ফিরতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোপীপুর গ্রামে। ওই সেনা জওয়ান ২০১৪ সালে আর্মির কাজে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি শিলিগুড়িতে পোস্টিং ছিলেন স্টোরকিপার পদে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানান হয়েছে, শনিবার রাতে শিলিগুড়ি স্টেশনে জওগানের মাসতুতো দাদা পৌঁছন। বাইক নিয়ে ফেরার পথে একটি ট্রাকের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে জখম হন। পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

এলাকায় জমে রয়েছে জল, প্রশাসন নজর না দেওয়ায় বিক্ষোভ

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের, এলাকায় জমে রয়েছে জল। বহুবার বলেও হেলদোল নেই স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে প্রশাসনের । অগত্যা গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে পথ অবরোধ করতে বাধ্য হল। হাসনাবাদের বরুনহাট এলাকার ঘটনা । স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,বরুনহাটের পালপাড়া এলাকায় বহুদিন ধরে জল জমে রয়েছে।
স্থানীয় পঞ্চায়েত কে বলে কোন কাজ হয়নি । তাই আজ গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে রাস্তা অবরোধে সামিল হল । প্রায় তিন ঘন্টা রাস্তা অবরোধ চলে । এর আগেও বহুবার একই ঘটনার জেরে রাস্তা অবরোধ করেছে এলাকার মানুষ তখন স্থানীয় বরুনহাট পঞ্চায়েতের প্রধান আবুল কালাম সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে বিক্ষোভ তুলে দেয় । কিন্তু তার কোন সুফল এলাকার মানুষ পায়নি । এলাকার মানুষ বিরক্ত হয়ে আজ আবার রাস্তা অবরোধে সামিল হয়।গ্রামে কোথাও হাঁটু সমান জল কোথাও কোমর সমান জল আর বাচ্চাদের মাথা ডুবে যাবে এতটাই জল জমে আছে গ্রামে। । ঘটনাস্থলে এসে সরোজমিনে পরিদর্শন করে হাসনাবাদ থানার পুলিশ এবং অবিলম্বে পঞ্চায়েত এবং বিডিও কে সঙ্গে নিয়ে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলে তারপরে রাস্তা অবরোধ উঠে যায় ।

প্রথম নজর

তিউনিসিয়া: আরব বসন্তের জন্মস্থানে নির্বাচনের আগে ‘পুলিশ রাষ্ট্রের’ অবসান দাবি

আপনজন ডেস্ক: তিউনিসিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা গত শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। তিউনিসিয়া রাজধানী তিউনিসে নাগরিকরা তাদের ভাষায়, দেশের অবনতিশীল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে, ক্ষোভ জানাতে রাস্তায় নেমে আসার একদিন পর এই প্রচারণা শুরু হয়।

চলতি বছরের শুরুতে কর্তৃপক্ষ মাসব্যাপী ব্যাপক গ্রেফতার শুরু করে। এরপর এটিই সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ যেখানে শত শত তিউনিসীয় শুক্রবার শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করেছে এবং তাদের ভাষায়, পুলিশি রাষ্ট্রের অবসানের আহ্বান জানিয়েছে।

মিছিলে আসা খালেদ বেন আবদেসালাম, যিনি একজন বাবা এবং নগর উন্নয়ন পরামর্শদাতা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, ‘আমরা এখানে না বলতে এসেছি এবং এটাই দেখাতে এসেছি দেশে আসলে যা ঘটছে তার সাথে আমরা সবাই একমত নই।’

এর আগে ২০১১ সালে দেশব্যাপী বিক্ষোভের মুখে তিউনিসিয়ার দীর্ঘ দিনের প্রেসিডেন্ট জিনে এল আবিদিন বেন আলীর পতন ঘটে। তিউনিসিয়ার সূত্র ধরে গোটা আরব বিশ্বে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

‘কোথায় স্বাধীনতা? কোথায় গণতন্ত্র?’

এক দশকের বেশি সময় পরে বেন আবদেল সালেম বলেন, ‘রাষ্ট্রপতি কাইস সাইয়েদের অধীনে কারাগারে নিক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। তিউনিসিয়া তার বাচ্চাদের ভালোর জন্য ‘পাতা উল্টাবে’ এটা তিনি নিশ্চিত করতে চান।

তিউনিসিয়ার শক্তিশালী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে যাওয়ার সময় তিনি বলেন, ‘আজ আর কেউ কিছু বলার বা করার সাহস পাচ্ছে না।’

বিক্ষোভকারীরা সকলে তিউনিসিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্দশাসহ বিভিন্ন বিষয়ের ব্যানার বহন করে।

দেশটির নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং নাগরিক স্বাধীনতা নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে এতে।

কিছু ব্যানারে লেখা ছিল : ‘চিনি কই? তেল কই? কোথায় স্বাধীনতা? গণতন্ত্র কোথায়?‘

কেউ কেউ তাদের ব্যানারে লিখেন, ‘মানবাধিকার নিশ্চিত করার বিকল্প নেই।’

অন্যরা পুরনো যেসব স্লোগান বেন আলীর বিরুদ্ধে জনগণকে উৎসাহ দিয়েছিল, সেগুলো ব্যবহার করছেন। সেগুলোর লক্ষ্য এখন হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট কাইস সাইয়েদ।

জাপানে প্রবীণ মানুষের সংখ্যায় নতুন রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ অর্থনীতির দেশ জাপানে বর্তমানে ৬৫ বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা পৌঁছেছে ৩ কোটি ৬২ লাখ ৫০ হাজার জনে। শতকরা হিসেবে এখন দেশটির মোট জনসংখ্যার ২৯ দশমিক ৩ শতাংশই এখন প্রবীণ। রোববার (১৫ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে জাপানের স্বরাষ্ট্র ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের ইতিহাসে এর আগে কখনও প্রবীণ লোকজনের সংখ্যা এত বেশি দেখা যায়নি। এতে আরও বলা হয়, প্রবীণ লোকজনের নিরিখে এই মুহূর্তে বিশ্বের ২০০টি দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে জাপান। এছাড়া ইতালি, পর্তুগাল, গ্রিস, ফিনল্যান্ড, জর্মানি এবং ক্রোয়েশিয়ার মতো দেশগুলো রয়েছে এই তালিকার শীর্ষ ১০টি দেশের কাতারে। যেসব দেশ শীর্ষ দশে রয়েছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিতেই প্রবীণ লোকজনের শতকরা হার মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশের বেশি।

প্রসঙ্গত, গত বেশ কয়েক বছর ধরে জনসংখ্যাগত সংকটে ব্যাপকভাবে ভুগছে জাপান। একদিকে নিম্ন জন্মহারের জন্য দেশটিতে কর্মক্ষম যুব পুরুষ ও নারীর হার কমছে, অন্যদিকে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকায় প্রতি বছরই কমছে মৃত্যুহার; আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশটিতে বাড়ছে প্রবীণ লোকজনের সংখ্যাও।

গত বছর শুরুর দিকে জাপানের মোট জনসংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৪০ লাখ; কিন্তু নিম্ন জন্মহারের কারণে গত দেড় বছরে দেশটির জনসংখ্যা ৫ লাখ ৯৫ হাজার হ্রাস পেয়েছে। কর্মক্ষম যুব নারী ও পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়ায় জাপানের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বাধ্য হয়ে প্রবীণ মানুষদের চাকরি দিচ্ছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফের হত্যার চেষ্টা, অস্ত্রসহ আটক ১

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গলফ মাঠের কাছে গোলাগুলির পর দেশটির কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এফবিআই) জানিয়েছে, সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে এটাই মনে হচ্ছে যে-তাকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছে।

এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বিচ এলাকায় গুলির ঘটনায় সাড়া দিয়েছে এফবিআই। ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। সবকিছু বিবেচনায় মনে হচ্ছে সাবেক প্রেসিডেন্টকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। খবর রয়টার্সের।

স্থানীয় সময় রোববার বেলা দেড়টার দিকে গুলির ঘটনাটি ঘটে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

আসন্ন মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রচারের কাজে নিয়োজিত শিবির এক বিবৃতিতে বলেছে, ট্রাম্প যেখানে অবস্থান করছিলেন, তার কাছাকাছি এলাকায় গুলির ঘটনাটি ঘটে। তবে তিনি নিরাপদে আছেন।

এক সংবাদ সম্মেলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গলফ মাঠের কাছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ছিলেন ঐ বন্দুকধারী। ট্রাম্পের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা ঝোপের ভেতরে তার বন্দুকের নল দেখে অন্তত চারটি গুলি চালান। তখন ঐ ব্যক্তি বন্দুক ফেলে গাড়িতে করে পালিয়ে যান।

রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন, প্রত্যক্ষদর্শী একজন ওই বন্দুকধারীর গাড়ি ও লাইসেন্স প্লেটের ছবি তুলে রাখেন। এরপর অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন সংস্থার কাছে ঐ গাড়ির তথ্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে তথ্যের ভিত্তিতে পাশের মার্টিন এলাকায় গাড়িটি থামানো হয় এবং বন্দুকধারীকে আটক করা হয়।

এদিকে গুলির ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী কমলা হ্যারিস একটি বিবৃতি দিয়েছেন। এতে কমালা বলেছেন, তিনি (ট্রাম্প) নিরাপদে আছেন জেনে আমি খুশি। আমেরিকায় সহিংসতার কোনো স্থান নেই।

ট্রাম্প শিবিরে সরব ভূমিকায় মুসলিম বিদ্বেষী নারী

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে এক নারীকে সরব ভূমিকা পালন করতে দেখা যাচ্ছে। লরা লুমার নামের এই নারীকে নিজের ক্যাম্পেইনগুলোতে নিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প। এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ট্রাম্পের নিজ দলের লোকেরা। কারণ এই নারী মুসলিম বিদ্বেষী এবং ষড়যন্ত্রবাদী হিসেবে পরিচিত। লরা লুমারকে অনেকেই কট্টোর মুসলিম বিদ্বেষী হিসেবে জানেন। এছাড়া ৯/১১ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা মার্কিন সরকারের ভেতরের ষড়যন্ত্র ছিলো, এমন দাবির কারণেও আলোচনা ও শিরোনামে এসেছিলেন তিনি। গত বুধবার ট্রাম্পের সঙ্গে ৯/১১ হামলার একটি অনুষ্ঠানে লরাকে দেখা যায়। এরপর খোদ ভিকটিমদের পরিবার এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ট্রাম্পের সমালোচনা করে। গত মঙ্গলবার ৩১ বছর বয়সী এই নারী ট্রাম্পের সঙ্গে ফিলাডেলফিয়াতে যান। সেখানে প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্কে অংশ নেন ট্রাম্প। ওই বিতর্কে সাবেক প্রেসিডেন্ট দাবি করেন হাইতির অভিবাসীরা ওহাইও সিটি বাসিন্দাদের পোষ্য প্রাণী খেয়ে ফেলছেন। ট্রাম্পের এমন দাবি অবাক করে সবাইকে।

পরবর্তীতে জানা যায়, এই অদ্ভুত তথ্য প্রথমে ছড়ান ষড়যন্ত্রবাদী লরা। তিনি তার এক্স অ্যাকাউন্টে এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। যেখানে তাকে প্রায় ১২ লাখ মানুষ ফলো করেন। ট্রাম্পের দলের কয়েকজন সদস্য জানিয়েছেন, হাইতির অভিবাসীদের পোষা প্রাণী খেয়ে ফেলার মতো কথা ট্রাম্প বলেছেন শুধুমাত্র লরার কথা শুনে। ট্রাম্পের প্রচার শিবিরের কর্মীরা আমেরিকার নিউজ আউটলট সিমাফোরের কাছে স্বীকার করেছেন, ট্রাম্পের সঙ্গে লুমারের ঘনিষ্ঠতা বিষয়টি তাদেরকে ভাবাচ্ছে এবং বিষয়টি নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। তারা মনে করছেন, যদি ট্রাম্প সত্যিকার অর্থেই লরা লুমারকে কাছে টেনেছেন, তাহলে সেটি হবে তাদের প্রচারে বড় বাধা।

রিপাবলিকান পার্টির নর্থ ক্যারোলিনার সিনেটর থম তিলিস এক্সে লরার সমালোচনা করে বলেছেন, ‘লরা লুমার একজন উন্মাদ ষড়যন্ত্রবাদী যিনি রিপাবলিকানদের মধ্যে বিভেদ তৈরিতে প্রায়ই আলতু ফালতু কথা বলেন।’ এদিকে বিতর্কিত লরা সম্পর্কে ট্রাম্পকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি লরাকে নিয়ন্ত্রণ করি না। তার যা বলা উচিত সে তাই বলে। সে একজন মুক্ত মানুষ।’ লরা নিজেই জানিয়েছেন উবার এবং লাইফটের মুসলিম চালকদের নিয়ে বাজে মন্তব্য করায় এই দুটি প্লাটফর্ম থেকে তাকে ব্যান করা হয়েছে।

১৯৯৩ সালে অ্যারিজোনায় জন্ম নেয়া লুমার একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন। প্রজেক্ট ভেরিটাস এবং ইনফোয়ার্সসহ বেশ কিছু সংস্থায় কর্মী এবং ভাষ্যকার হিসাবে কাজ করেছেন। ২০২০ সালে তিনি ফ্লোরিডা থেকে ট্রাম্পের সহায়তায় প্রতিনিধি পরিষদের প্রার্থী হলেও, ভোটযুদ্ধে হেরে যান।

দুই বছর পর তিনি আবারও একই চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বর্তমানে ট্রাম্পের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক হিসাবেই বেশি পরিচিত লুমার। কমলা হ্যারিস ‘কালো’ নন এবং বিলিয়নেয়ার জর্জ সোরোসের ছেলে ট্রাম্পকে হত্যার আহ্বান জানিয়ে রহস্যজনক বার্তা পাঠাচ্ছেন এমন দাবিসহ নানা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচারের জন্য পরিচিত। এসব দাবি নিয়ে বিতর্কিত পোস্টের কারণে বেশ কয়েকটি সামাজিক মাধ্যম লুমারকে নিষিদ্ধ করে। এর মধ্যে রয়েছে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামসহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম। এসব মাধ্যমে লুমারের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মুসলিমদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় ম্যাটা প্লাটফর্মে তিনি নিষিদ্ধ।

লুমার নিজেকে এক কঠোর মুসলিম বিদ্বেষী হিসাব দাবি করেন এবং ‘ইসলামোফবিয়া’র একজন গর্বিত কর্মী হিসাবে গর্ব বোধ করেন। এমন দাবির পরিপ্রেক্ষিত আমেরিকার মুসলিম সমাজ কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। ট্রাম্পের প্রচার শিবিরের কর্মীরা জানান, লুমারের কারণে তারা মুসলিমদের সমর্থন হারাবেন।

লুমার প্রায়ই ট্রাম্পের সমর্থনে বিভিন্ন ইভেন্টে যোগ দেন এবং এর আগে তাকে তার ফ্লোরিডায় ট্রাম্পের বাসভবন মার-এ-লাগোতে দেখা গেছে। এই বছরের শুরুতে তিনি আইওয়াতে ট্রাম্পের বিমানে ভ্রমণ করেছিলেন। ট্রাম্প তার নিজস্ব সমাজিক মাধ্যম ট্রুথে লুমারের বেশ কিছু ভিডিও শেয়ারও করেছেন।

জর্ডানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন জাফর হাসান

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ জর্ডানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন জাফর হাসান। দেশটির বাদশাহ আবদুল্লাহ নিজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই উপদেষ্টাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। রোববার (১৫ সেপ্টেম্বর) তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে দেশটির রাজকীয় আদালত।

এর আগে সরকার ও মন্ত্রিসভার মেয়াদ পূর্ণ করে গতকাল রোববার বাদশাহর কাছে অব্যাহতিপত্র জমা দেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিশের খাসাউনে। তিনি চিঠি দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জাফর হাসানকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন বাদশাহ আবদুল্লাহ। অব্যাহতিপত্র জমা দিলেও অবশ্য এখনই সরকারি দায়িত্ব পুরোপুরি বিদায় নিচ্ছেন না খাসাউনে। জর্ডানের সংবিধান অনুসারে, নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের আগ পর্যন্ত বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন তিনি।

ভৌগলিকভাবে মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের দেশ জর্ডানে পার্লামেন্টারি সরকার ব্যবস্থা শুরু হয়েছে ১৯২৯ সাল থেকে। তবে জর্ডানের সংবিধান অনুসারে বেশিরভাগ ক্ষমতা বাদশাহের হাতে রয়েছে। তিনি সরকারপ্রধান নিয়োগ এবং পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। সরকারি যে কোনো ইস্যুতে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বাদশাহর মতামতকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়। জর্ডানের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নাম হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস এবং উচ্চকক্ষের নাম সিনেট। হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের মোট আসনসংখ্যা ১৯৫টি এবং এই কক্ষের সদস্যরা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। সিনেট সদস্যদের নিয়োগ দেন বাদশাহ। সংবিধান অনুযায়ী দেশটির পার্লামেন্টের মেয়াদ ৪ বছর। গত সপ্তাহের মঙ্গলবার নির্বাচন হয়েছে জর্ডানে; সেই দিনই ঘোষণা করা হয়েছে ফলাফল। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মেনে রোববার বাদশাহ বরাবর অব্যাহতিপত্র জমা দেন বিশের খাসাউনে।

নতুন প্রধানমন্ত্রী জাফর হাসান যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী। এতদিন তিনি টেকনোক্র্যাট মর্যাদায় বাদশাহ আবদুল্লাহর উপদেষ্টা ছিলেন। দেশে তার গ্রহণযোগ্যতাও ভালো। তবে এমন এক সময়ে তিনি দেশের সরকারপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছেন, যখন জর্ডান কঠিন সময় পার করছে। গাজা উপত্যকার অভিযান এবং পশ্চিম তীরে নিয়মিত ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সংঘাতের প্রভাব পড়েছে দেশটির অর্থনীতির ওপর। গত বছর অক্টোবরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে দেশটির গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাত পর্যটনে রীতিমতো ধস নেমেছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরে জর্ডানে প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ২ শতাংশ। দেশটির ইতিহাসে বাৎসরিক নিম্নপ্রবৃদ্ধির অন্যতম নজির এটি।

নাইজেরিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কারাগার, পালিয়ে গেল প্রায় ৩০০ বন্দি

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি কারাগার থেকে পালিয়ে গেছেন প্রায় ৩০০ বন্দি। মূলত বিধ্বংসী বন্যায় কারাগারের দেয়াল ধসে পড়ার পর গত সপ্তাহের শুরুতে তারা পালিয়ে যান। অবশ্য পলাতক বন্দিদের পুনরায় আটক করতে অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী।

সোমবার (১৬ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিধ্বংসী বন্যায় গত সপ্তাহের শুরুতে উত্তর-পূর্ব নাইজেরিয়ার মাইদুগুরিতে একটি কারাগারের দেয়াল ধসে পড়ার ফলে ২৮১ জন বন্দি পালিয়ে গেছেন বলে কারা কর্তৃপক্ষ রোববার জানিয়েছে। নাইজেরিয়ার সংশোধনমূলক পরিষেবার মুখপাত্র উমর আবুবাকার এক বিবৃতিতে বলেছেন, নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর অভিযানে পালিয়ে যাওয়া বন্দিদের মধ্যে সাতজনকে পুনরায় আটক করা হয়েছে।

আবুবকর বলেন, ‘ভয়াবহ এই বন্যা মিডিয়াম সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেন্টারের পাশাপাশি শহরের স্টাফ কোয়ার্টারসহ কারাগারের দেয়ালগুলোকেও ধসিয়ে দিয়েছে।’

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

৭৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়ের কবলে সাংহাই

আপনজন ডেস্ক: চীনের বাণিজ্যিক শহর সাংহাইয়ে আঘাত হেনেছে শক্তিশালী টাইফুন বেবিনকা। এটি গত ৭৫ বছরের মধ্যে শহরটিতে আছড়ে পড়া সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড় বলে উল্লেখ করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। এই ঝড়ের কারণে বাতিল হয়েছে বহু ফ্লাইট, পিছিয়ে গেছে ট্রেনের শিডিউল।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৭টার দিকে সাংহাইয়ে আঘাত হানে টাইফুন বেবিনকা। জয়েন্ট টাইফুন ওয়ার্নিং সেন্টার (জেটিডব্লিউসি) বলেছে, তারা এই ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার রেকর্ড করেছে।

তবে চীনের আবহাওয়া প্রশাসন জানিয়েছে, আছড়ে পড়ার সময় টাইফুনের চোখের কাছে বাতাসের গতিবেগ ১৫১ কি.মি./ঘণ্টা রেকর্ড করা হয়েছে।

এটিকে ১৯৪৯ সালের পর থেকে সাংহাইতে আঘাত হানা সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড় হিসেবে বর্ণনা করেছে চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম। ওই বছর টাইফুন ‘গ্লোরিয়া’ এমন তীব্র শক্তি নিয়ে আঘাত হেনেছিল।

এর আগে, ঝড়ো হাওয়া, ভারী বৃষ্টিপাত এবং পূর্ব চীনের বিশাল অংশে উপকূলীয় বন্যার আশঙ্কায় লাল সতর্কতা জারি করেছিল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

চীনে ঐতিহ্যবাহী মুন ফেস্টিভাল উপলক্ষে গত রোববার থেকে শুরু হয়েছে তিন দিনের জাতীয় ছুটি। এসময় সাধারণত দূরদূরান্তে ভ্রমণে যান পর্যটকেরা। কিন্তু এবার শক্তিশালী ঝড়ের কারণে সেই পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন অনেকে।

ঝড়ের কারণে সাংহাই মহানগর এলাকার হাজার হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। শহরের দুটি প্রধান বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের সব ট্রেন চলাচল বাতিল করা হয়েছে। মহাসড়কগুলোতে যান চলাচলও স্থগিত করা হয়েছে।

সাংহাইয়ের ২৫ মিলিয়ন বাসিন্দাকে ঝড় আসার আগে বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শহরের ভেতরের রাস্তায় সর্বোচ্চ গতিবিধি সীমা ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, সাংহাইতে সরাসরি শক্তিশালী টাইফুনের আঘাত হানা খুবই বিরল। সাধারণত এটি ঘটে থাকে চীনের দক্ষিণাঞ্চলে।

ঝড়ের পর বেশ কয়েকটি এলাকার গাছপালা উপড়ে ও ভেঙে পড়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪৩ মি.

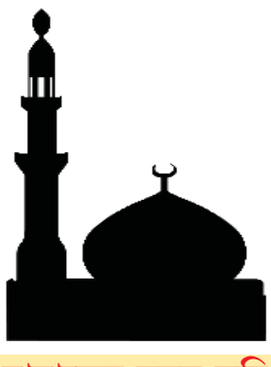

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৩	৫.২৪
যোহর	১১.৩৬	
আসর	৩.৫৫	
মাগরিব	৫.৪৩	
এশা	৬.৫৪	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৩	

জার্মানিতে বিস্ফোরণ, ভবন ক্ষতিগ্রস্ত

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর কোলনে একটি বিস্ফোরণ হয়েছে। এই বিস্ফোরণে বড় একটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনাস্থলে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

সোমবার (১৬ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় সকালে নর্থ রাইন ভেস্টফালিয়া রাজ্যের কোলন শহরের মাঝামাঝি এলাকা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে। বিস্ফোরণের পরই শহরটির কেন্দ্রের রুডলফপ্লাৎজ ও ফ্রিজেনপ্লাৎজ অঞ্চলের মধ্যকার সংযোগ-সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে গিয়ে ৮ অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্স থেকে রাতের আঁধারে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ইংল্যান্ডে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে আট অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (১৫ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছে ফরাসি পুলিশ।

ফ্রান্সের পা-দা-ক্যালে অঞ্চলের প্রিফেক্ট জ্যাক বিয়ঁ জানান, স্থানীয় সময় শনিবার রাত একটার পরে উদ্ধারকারী ক্রুরা সতর্ক করেন যে প্রায় ৫৯ জন আরোহী নিয়ে একটি নৌকা অঞ্চলটির আমব্লিতুঁজ উপকূলে সমস্যায় পড়েছে।

এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, ওই রবারের ডিঙির আরোহীদের মধ্যে ইরিত্রিয়া, সুদান, সিরিয়া ও ইরানসহ বেশ কয়েকটি দেশের লোকজন ছিলেন।

ফ্রান্সের কোস্টগার্ড জানিয়েছে, সমস্যায় পড়ার পর ঢেউয়ের তোড়ে ডিঙিটি পাথরের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ে আর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। জরুরি পরিষেবার কর্মীরা ৫৩ জন আরোহীকে উদ্ধার করে চিকিৎসা দেন আর বাকি আটজন মারা গেছেন বলে নিশ্চিত করেন। আরোহীদের মধ্যে এক শিশুসহ ছয়জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শিশুটি হাইপোথার্মিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে।

কোস্টগার্ড জানিয়েছে, সাগরে তল্লাশি চালিয়ে এদের বাইরে আর কাউকে পাওয়া যায়নি।

জামিন পেলেন ইমরান খানের দলের ১০ সংসদ সদস্য

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পিটিআই-এর ১০ জন সংসদ সদস্যকে জামিন দিয়েছে দেশটির একটি সন্ত্রাসবিরোধী আদালত।

সোমবার (১৬ সেপ্টেম্বর) তাদের জামিন দেওয়া হয় বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত মঙ্গলবার কারাগারে থাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দলের ১০ জন সংসদ সদস্যসহ অন্তত ৩০ জনকে রিমান্ডে নেয়া হয়েছিল। এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উসকানিমূলক মন্তব্য পোস্টের অভিযোগে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। এ ঘটনায় দেশটির কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (এফআইএ) একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। চার সদস্যের এই কমিটির নেতৃত্বে আছেন সংস্থাটির সাইবার ক্রাইম উইংয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। সংবাদমাধ্যম এক্সপ্রেস ট্রিবিউন সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি পোস্টে ইমরান দেশটির ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা ও সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়ে উসকানিমূলক মন্তব্য করেছেন। পাশাপাশি ইমরানের পোস্টের মাধ্যমে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও দেশজুড়ে অরাজকতা সৃষ্টির আহ্বান জানানো হয়েছে।

নিজের ভেরিফায়েড এক্স অ্যাকাউন্টে ইমরান খান লিখেছিলেন, ক্ষমতা ধরে রাখতে পুরো দেশের মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার ঘটনা পাকিস্তানে এটাই প্রথম নয়।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৫৩ সংখ্যা, ১ আশ্বিন ১৪৩১, ১৩ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

চক্ষু খুলিয়া দেখিতে হইবে

উন্নয়নশীল বিশ্বে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ‘বাহিরের লোক’ কখন কীভাবে ঢুকিয়া পড়ে, তাহার হদিস রাখাটাই দুষ্কর। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক স্বার্থ হাসিলের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহারা সেই রাজনৈতিক দল এবং পাশাপাশি দেশ ও জাতির কী মহাসর্বনাশ করে, সেই দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে হরহামেশা বলিতে দেখা যায়, সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র চলিতেছে, সরকার পতনের নীলনকশা চলিতেছে। সরকারপ্রধানের মুখে এই ধরনের কথা দেশ ও জনগণের জন্য অশনিসংকেত নিঃসন্দেহে। কারণ, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, গোপন আঁতাঁত, নীলনকশা—এই সকল বিষয় কোনো দেশের জন্যই শুভ সংবাদ নহে। তবে কাহারা করিতেছে এই ষড়যন্ত্র, পিছন হইতে কলকাঠিই-বা নাড়িতেছে কাহারা—এই সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয় না কেন? কেন একটি বা দুইটি কেস স্টাডি করিয়া দেখা হয় না? স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতিহত করিবার কথা বলা হইতেছে, কিন্তু দলের শীর্ষ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতার অথবা আমলার ছত্রছায়া ও মদতেই যে দলে অনুপ্রবেশ ঘটিতেছে না, তাহা কে গ্যারান্টি দিয়া বলিতে পারিবে? পত্রপত্রিকা খুলিলেই বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রাণহানির খবর পাওয়া যাইতেছে। ইহাকে ‘অভ্যন্তরীণ কোন্দল’ বলা হইতেছে বটে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই কি ইহা সত্য? যাহারা বা যাহাদের পূর্বপুরুষ দেশের স্বাধীনতার পথে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয়ই এখন হাত গুটাইয়া বসিয়া নাই! ষড়যন্ত্রের জাল কোথা হইতে এবং কোথায় বসিয়া বিস্তার করা হইতেছে, তাহা স্টাডি করিয়া দেখিতে হইবে। ব্যস্ততার ভিড়ে ইহা অতি কঠিন ও সময়সাপেক্ষ বটে, তথাপি স্বাধীনতার দীর্ঘসময় পরও যেই হেতু স্বাধীনতাবিরোধী বা চক্রান্তকারীদের প্রতিহতের কথা উঠে বারবার, তাই খুঁজিয়া দেখা দরকার—স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচরণ ঠিক কোথায়।

দীর্ঘদিন ধরিয়া আমরা লক্ষ করিয়া আসিতেছি, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একশ্রেণির নেতার উদয় ঘটিয়াছে, যাহাদের বিরুদ্ধে রহিয়াছে হাজারো অবৈধ ব্যবসায়-বাণিজ্যের অভিযোগ। রাজনৈতিক দলের নাম ভাঙাইয়া রাতারাতি কোটিপতি বনিয়া যাওয়া এই সকল উঠতি নেতা, পাতি নেতা রাজনীতির খাতায় নাম লিখিয়াছে। কেহ কেহ ক্ষমতার চেয়ারও বাগাইয়া নিয়াছে। স্থানীয় পুলিশ, প্রশাসন হইতে শুরু করিয়া সরকারের বিভিন্ন স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানও তাহাদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিতেছে। এই সকল ‘বাইরের লোকের’ একমাত্র টার্গেট হইল টাকাপয়সা, তথা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ। ফলে একটি সময়ে স্বার্থে আঘাত লাগিলেই তাহারা বড় অপরাধ-অপকর্মে জড়াইয়া পড়িবে—ইহাই স্বাভাবিক। দেশব্যাপী যেইভাবে ‘রাজনৈতিক অন্তঃকোন্দলে’ নেতাকর্মী শিকার হইতেছেন, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে খুঁজিয়া দেখার সময় হইয়াছে— এই সকল কর্মকাণ্ড যে বা যাহারা ঘটাইতেছেন, তাহাদের শিকড় আসলে কোথায়? ইহাদের মধ্যে বহু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাপটি মারিয়া বসিয়া নাই তো? বস্তুত, ইহারা অবৈধ টাকা কামাইয়া দলের লোকজনকে খরিদ করিয়া নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করিয়াছে। এখন সুযোগ বুঝিয়া কোপ দিতেছে। মাস্তান বাহিনী, পেটোয়া বাহিনী তৈরি করিয়া তাহারা একসময় অন্য দল এবং সাধারণ জনগণের ওপর দমন-পীড়ন চালাইয়াছে; এখন দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা পাকাইতেছে। তাহাদের থামাইতে না পারিলে অদূর ভবিষ্যতে আরো কী কী দেখিতে হইবে, তাহাই বড় প্রশ্ন!

খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীসহ তাবত্ বিশ্ববাসীর নিকট ‘জুডাস’ নামটি খুবই ঘৃণিত। পৃথিবীর সবচাইতে জঘন্য বিশ্বাসঘাতক হলো যিশুর সহচর এই জুডাস, যিনি মাত্র ৩০ রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যিশুকে রোমান সৈন্যদের হাতে ধরাইয়া দিয়েছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী, লাস্ট সাপারের পরে ভিড়ের মধ্যে যিশুর গালে চুমো খাইবে জুডাস, আর সেই চুমোর মাধ্যমেই শনাক্ত করা হইবে যিশুকে। বলা বাহুল্য, এমনটিই ঘটিয়াছিল। ‘অর্থের বিনিময়ে’ কাছের মানুষের সর্বনাশ করার এই রকম বহু নজির ইতিহাসে আছে। অর্থাত্, অর্থের নিকট বিক্রি হওয়া লোকেরা সর্বদাই বিপজ্জনক। অতএব, আজ রাজনৈতিক দলের যেই সকল লোক অর্থের নিকট বিক্রি হইয়া স্বাধীনতাবিরোধীদের শক্তিশালী করিতেছেন, তাহাদের জুডাসের চুমোর বিষয় স্মরণে রাখিতে হইবে। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে এই সকল ব্যক্তি কখন কাহার হইবে, তাহার গ্যারান্টি নাই।

ইসলামপুরকে জেলা করার প্রাসঙ্গিকতা

ইসলামপুরকে সদর করে সমস্ত ট্রান্সফারড এরিয়াকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র জেলা ও একটি স্বতন্ত্র সংসদ ক্ষেত্র ঘোষণা করার দাবি দীর্ঘদিনের। এই নিয়ে বেশকিছু সংগঠন দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু এই দাবি এতদিনের পুরনো হওয়া সত্বেও কেন আদ্যাবধি জেলার দাবি পূরণ হল না? এই দাবি পুরনো, বহু পুরনো, কিন্তু যারা এই দাবি করে আসছেন, তারা কোনোদিনই রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসেননি।

লিখেছেন **পাশারুল আলম...**

সমস্ত ট্রান্সফারড এরিয়াকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র জেলা করার দাবি দীর্ঘদিনের। স্থানীয় একটি গণসংগঠন ১৯৯৫ সাল থেকে এই দাবি জানিয়ে আসছে। এই দাবি আজ সমস্ত সাধারণ মানুষের ও বিভিন্ন গণ সংগঠনের। কি যৌক্তিকতা আছে এই দাবির পেছনে? সরকার যখন একের পর জেলা ভাগ করে প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে চলেছেন, তখন এই দাবি আরও জোরদার হচ্ছে। এই দাবির স্বপক্ষে যে সমস্ত কারণ বেশী করে দেখা হয় তাহল, এই এলাকা ১৯৫৬ সালে বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত হয়েছে। এই যুক্ত হওয়ার সাথে বেশকিছু প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আবার এই জেলার সদর প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ১৬৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এছাড়া রয়েছে রাজনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা। প্রশাসনিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এখানকার মানুষ। এই রকম নানা যুক্তি উপস্থিত করে এই আন্দোলন এখন সর্বসাধারণের আন্দোলনের রূপ নিতে চলেছে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় দুটি রাজ্য খণ্ডিত হয়, এক পাঞ্জাবপ্রদেশ ও বাংলাপ্রদেশ। বাংলা ভাগ হওয়ার পর যে দু’টি ভাগ হয় তাতে পূর্ব অংশ পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে বাংলাদেশ। অন্যদিকে ভারতস্থিত বাংলা পশ্চিমবঙ্গ নামে স্বাধীন ভারতে থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ দু-খণ্ডিত হয়। একদিকে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের মালদহ, বিভক্ত দিনাজপুর জেলার ভারতীয় অংশ, অন্যদিকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা পরে। এই রকম সমস্যা ছাড়াও একাধিক সমস্যা সমাধানকল্পে কেন্দ্র সরকার গঠন করে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (State Re-organisation Commission- 1955) এই কমিশনকে দেশবাসী S.R.C. কমিশন নামে জানেন। এই কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর বিহার থেকে ৭৫৯ বর্গমাইল এলাকা পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় যখন বাংলাভাগ হয়, তখন সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ সহ মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা একদিকে আর অন্যদিকে পরে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, ও ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের আগত কোচবিহার জেলা। ফলে বাংলা খণ্ডিত হয়ে যায়। এই খণ্ডিত বাংলাকে এক করার জন্য বর্তমান সমস্ত ইসলামপুর মহকুমা ও দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদাওয়া থানার ১৯টি মৌজা বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত করা হয়। সেই সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত না হওয়ার জন্য প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেন। তারা বেশ কিছু আশংকার কথা বলেন। সেই আশংকার কথা যথাযথ মনে করে কমিশন বেশ কিছু সুপারিশ করেন। যা কমিশনের ৬৫৩ প্যারায় ১৭৭ নম্বর পাতায় স্থান পায়। তাতে বলা হয়-”While making this recommendation we have to take note of the fact the eastern portion of Kishanganj sub-division is predominantly inhabited by Muslim who would view with concern the transfer of this area to West Bengal on persons from East Bengal might dislocate their life. These fears are not without justification. It would, therefore, be necessary for the West Bengal Government to take effective steps such as the recognition of the special porition of Urdu in this areative sducational and official purposes. The density of population in this area is such that there is little scope for any resettlement of displaced personsten is West Bengal Government would, therefore, do well to make a clear amounment to the effect that no such resettlement would be undertaken. This would go to A long way in our opinion in dispelling doubts and fears” (S.R.C. page 177) এই আশঙ্কা যে মিথ্যা ছিল না, তা আজ এখানকার মানুষ হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছেন। এ বিষয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত হওয়ার পর প্রথম যে আঘাত এল তা হলো ১৯৫৬ সালে আগত নতুন এলাকায় ১৯৫৫ সালের ভূমি সংস্কার আইন প্রয়োগ। এই আইন বলে ১৯৫৫ সালকে মানদণ্ড ধরে অর্থাৎ বিহারে থাকাকালীন মানুষেরা যে জমি জায়গা বিক্রি করেছিলেন, বাংলায় গেলে কি হবে এই ভয়ে প্রচুর জমি বন্টন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার হিসেব ধরে প্রচুর পরিমানে জমি খাস বা ভেষ্ট করলেন। এতে জোতদার, জমিদার সাথে সাথে সাধারণ কৃষকও ভূমিহীন হয়ে পড়ল। তবে সেই সময় সরকারের কথা ছিলো খাস করা জমি এখানকার ভূমিহীনদের মধ্যে বিলিবন্টন করা হবে। মানুষ ভাবল, আমরাই তো এই খাস জমি পাব এবং চাষ করব। খাস করা জমির কিছু অংশ গরীব মানুষকে পাট্টা দেওয়া হল আর বাকি জমি স্থানীয় মানুষ চাষ-আবাদ করে খাচ্ছিলেন। এদিকে ১৯৯০ সাল থেকে সমস্ত ট্রান্সফারড এরিয়ায় চা-বাগান গড়ে তোলার জন্য পুঁজিপতিরা জমি সংগ্রহ করতে লাগল। মানুষ জমি হাত ছাড়া না করার জন্য আন্দোলন শুরু করল। জমি বাঁচানোর জন্য টাসো নামে একটি গণসংগঠন সহ একাধিক গণসংগঠন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পুঁজিপতিরা বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা, মাফিয়া, দালাল চক্র ও পুলিশ প্রশাসনকে হাত করে গণ-আন্দোলনকারীদের উপর মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করতে লাগলেন। শ’য়ে শ’য়ে মানুষ জেল হাজতে গেলেন। সেই সময় প্রচার মাধ্যম আজকের মত সক্রিয় ছিল না। এছাড়া ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপকতা না থাকায় সেই ইতিহাস অনেকের অজানাই থেকে গেল।

বাহুবলে আর অর্থবলে পুঁজিপতিরা কৃষিজমি, বর্গাজমি, পাট্টাজমি, খাসজমি, খতিয়ানভুক্ত জমি, তিস্তার কমান্ড এরিয়ার জমি সর্বত্র তাদের থাবা বসিয়ে অবাধে চা-বাগান গড়ে তুললেন। এই করে সমস্ত ট্রান্সফারড এরিয়ায় ছোট বড় প্রায় তিন হাজার চা-বাগান গড়ে উঠল। তিস্তা প্রকল্প যা কৃষির জন্য বাস্তবায়িত করা হয়েছিল তা মূল্যহীন হয়ে পড়ল। এতে প্রায় চল্লিশ হাজার হেক্টর জমি সাধারণ কৃষকের হাত থেকে পুঁজিপতিদের হাতে চলে গেল। দ্বিতীয়ত:১৯৫৬ সালে এই এলাকা পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত হয় এবং ২৫শে অক্টোবর নোটিফিকেশন জারি হয়। যার নোটিফিকেশন নং-এস.আর.ও.২৪৭৩ এবং তা ১লা নভেম্বর থেকে কার্যকরী হয়। প্রথমদিন এই ট্রান্সফারড এরিয়াকে দার্জিলিং জেলার সাথে যুক্ত করা হয় এবং পরেরদিন এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারি করে দার্জিলিং জেলা থেকে সরিয়ে সাবেক পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সাথে যুক্ত করা হয়। যার সরকারী জি.এ.- ৩৮৭৫ তারিখ-০২/১১/১৯৫৬। এর পর ১৯৫৯ সালের ২০শে মার্চ ১১৭৭ নম্বর জিং তাং দ্বারা মহানন্দা-৩২/১১/১৯৫৬। এর পর ১৮ মৌজার ৫৬.৯৬ বর্গমাইল এলাকা দার্জিলিং জেলার সাথে মুষ্ঠির উত্তরাংশে আউশেষে ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল সাবেক পশ্চিম দিনাজপুর জেলা বিভাজন করে বর্তমান ইসলামপুর মহকুমাকে উত্তর দিনাজপুর জেলার মধ্যে দেওয়া হয়। এরফলে যে সমস্ত জনসাধারণ বিহার থেকে একই ভাষাভাষী একই সংস্কৃতির মানুষ ট্রান্সফারড হয়ে বাংলায় এসেছিলেন তারা দুই জেলায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। একটি অংশ সাবেক পশ্চিম দিনাজপুর জেলার আর একটি অংশ দার্জিলিং জেলায়। এতে এখানকার মানুষের সংস্কৃতি আরও সংকটে পড়ে। এই সংকট মোচন করতে গেলে সমস্ত ট্রান্সফারড এরিয়াকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র জেলা ঘোষণা করলে নূন্যতম স্বায়ত্ব শাসন আসতে পারে। যাতে করে এই এলাকার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি বাঁচতে পারে। তৃতীয়তঃ- ট্রান্সফারড এরিয়ার উন্নয়নের দায়িত্ব সেদিন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নিয়েছিলেন। এখানকার ভাষা ও সংস্কৃতি, এখানকার মানুষের কৃষ্টি-কালচার রক্ষা করাতো দূর-অন্ত পরোক্ষে পূর্বতন ও বর্তমান সরকার নানাভাবে এই এলাকাকে শোষণের ক্ষেত্রভূমি বানিয়ে রেখেছেন। এখানকার মানুষ ১৯৮৫ সাল থেকে সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য আবেদন করে আসছেন। সংবিধান সম্মত একটি স্বতন্ত্র জেলা ও স্বতন্ত্র সংসদ ক্ষেত্র ঘোষণার জন্য কেন্দ্রের কাছে ও রাজ্যের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন। মানুষ মনে করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই এলাকা বিষয়ে যে দায়বদ্ধতা আছে তা পালন করতে চাইলে, রাজ্যের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এই এলাকাকে একটি স্বতন্ত্র জেলা দিতে পারে। এই স্বতন্ত্র জেলা এখানকার মানুষের কিছুটা হলেও একটি রক্ষাকবচ হতে পারে। সমস্ত ট্রান্সফারড় এরিয়াকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র জেলা তৈরী করার জন্য ১৯৯০ সালে দার্জিলিং এর সাংসদ মাননীয় ইন্দ্রজিৎ খুল্লার মহাশয়কে দিয়ে পার্লামেন্টে এই দাবি তোলাও হয়। যার Question No-4934 Dated- 06.09.1990 এই প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী D.O.No-S.16012/21/90. SR পত্রে উত্তর দেন। সেখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসুর চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তরের বলেন, পরবর্তীতে ইসলামপুরকে একটি জেলা করা হবে। তারপর গঙ্গা দিয়ে বহু জল বয়ে গেছে। বহু নতুন নতুন জেলা ঘোষিত হয়েছে কিন্তু ইসলামপুর অদ্যাবধি জেলা হয়নি। ইসলামপুরকে নিয়ে ভাবার সময় হয়নি। একইভাবে আমরা দেখি ১৯৫৯ সালের ২১শে মার্চ প্রয়াত ডঃ বিধান চন্দ্র রায় যেদিন ইসলামপুরকে মহকুমা শহর হিসাবে ঘোষণা করেন, সেদিন তিনি তার ভাষণে বলেন পরিকাঠামো তৈরী হলে সমস্ত ট্রান্সফারড এরিয়াকে নিয়ে ইসলামপুর শহরকে সদর করে নতুন একটি জেলা ঘোষণা করা হবে। আজ অবধি হয়তো সেই পরিকাঠামো তৈরী হয়নি। তাই ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্ন পূরণ করা যায়নি। ইসলামপুর জেলা করার বিষয়ে ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে কলকাতা উচ্চ আদালতে একটি মামলা করা হয়। সেই মামলার শুনানি হয় ৩১শে মার্চ। মহামান্য আদালত ইসলামপুরকে জেলা করার দাবিকে ন্যায় সংগত বলেন কিন্তু সেদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, রায়গঞ্জকে সদর করে জেলা ঘোষণা হয়ে গেছে, নতুন জেলা শাসক নিয়োগও হয়ে গেছেন এবং তিনি জয়েন করেছেন। এই রকম পরিস্থিতিতে নোটিফিকেশন বদল করা সম্ভব নয়। এই কথার পর সেদিন ইসলামপুরকে জেলা করা সম্ভব হয়নি।

চতুর্থত, এই এলাকার মানুষেরা জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ দিতে হলে ভারতীয় সংবিধানের ২৪৪(ক) ধারা অনুযায়ী এই এলাকায় স্বায়ত্ব শাসন দেওয়া উচিত ছিলো। কেননা, একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী যারা নিজেদের সূর্যাপুরী বলে পরিচয় দেন এবং একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বলেন। এই স্বায়ত্ব শাসন যা সংবিধানের ২৪৪(ক) ধারায় বিদ্যমান তা যেকোন রাজ্য সরকার কেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে তা দিতে পারেন। যদিও এই ধারায় কিছু শর্ত রয়েছে তাকে উত্তীর্ণ করার মতো ঐতিহাসিক উপাদান এখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল ও আছে। তাতো হয়নি বরং একটি রাজ্যের মানচিত্রকে যে এলাকা অখণ্ড রূপ দিলো সেই এলাকাকে জেলা ঘোষণা না করা সরকারের উচিত হয়নি বলে বহু মানুষ মনে করেন। যেখানে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের ১৮৩৬ সালের আইন অনুযায়ী এই অধিকার রয়েছে যে এই দুই রাজ্য নতুন জেলা ঘোষণা করলে কেন্দ্র সরকারের অনুমোদন লাগে না। ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে থেকে একটি এলাকার নিজস্ব সংস্কৃতি ও নূন্যতম সমস্যার সমাধান একটি জেলার মাধ্যমে করা যায়। তা দিয়ে কিছুটা হলেও এখানকার মানুষের যন্ত্রনার উপসম হত।

পঞ্চমত, যে সমস্ত প্রেক্ষাপটে এই দাবি আজ সমস্ত ট্রান্সফারড এরিয়ার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে তার কয়েকটি দিকের প্রতি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল। যা হল সদর শহর থেকে শেষ গ্রামের দুরুত্ব ১৬৫ কিলোমিটার, এই জেলা এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত প্রায় ২২০ কিলোমিটার। ইসলামপুর স্বতন্ত্র জেলা করার বিষয়ে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে দুই মহকুমার বেকার যুবক-যুবতীদের শতাংশের হিসাবে বিস্তর ফারাক অথচ রায়গঞ্জ অপেক্ষা ইসলামপুর মহকুমা আয়তনে ও জনসংখ্যায় অনেক বেশী। সমস্ত ট্রান্সফারড এরিয়ার ভোটার সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। শুধু ইসলামপুর মহকুমার ভোটার সংখ্যা ১১৫৪১১৩ জন। চলমান বছরে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলামপুর সদর শহর না হওয়ার কারণে আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনে কোন দূর পাল্লার ট্রেন দাঁড়ায় না। শিক্ষার জগতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈষম্য দূর হবে।ইসলামপুর জেলা হলে নব নির্মিত জেলা পরিষদ স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন করতে পারবেন। সর্বোপরি ছোট বড় সব কাজে রায়গঞ্জ যাওয়ার ধকল থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। এই রকম কারণ খুঁজলে হাজার পেরিয়ে যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামপুরকে সদর করে সমস্ত ট্রান্সফারড এরিয়াকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র জেলা ও একটি স্বতন্ত্র সংসদ ক্ষেত্র ঘোষণা করার দাবি দীর্ঘদিনের। এই নিয়ে বেশকিছু সংগঠন দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু এই দাবি এতদিনের পুরনো হওয়া সত্বেও কেন আদ্যাবধি জেলার দাবি পূরণ হল না? এই দাবি পুরনো, বহু পুরনো, কিন্তু যারা এই দাবি করে আসছেন, তারা কোনোদিনই রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসেননি। আর যে সমস্ত দল বা যে সমস্ত ব্যক্তি ক্ষমতায় এসেছিলেন বা আছেন তারা কোনোদিন বিধানসভায় ইসলামপুরকে জেলা করার দাবি তোলেন না। এই দাবি যে জনগণের দাবি তা কেউ বলেননি। ব্যতিক্রম বর্তমানে চাকুলিয়ার বিধায়ক আলি ইমরান রমজ। তিনি একাধিক বার এই দাবি তুলেছেন। অন্য দিকে ট্রান্সফারড এরিয়া সূর্যাপুর অর্গ্যানাইজেসন বা টাসো এই দাবি ১৯৯৫ সাল থেকে করে আসছে। এই সংগঠন বারবার জেলার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে বলে, কিন্তু এই সংগঠন ক্ষমতার বাইরে থেকে লড়াই করে। অন্য দিকে প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও এ বিষয়ে নীরব থেকেছেন। তবেআশার আলো ইদানীং বহু মানুষ এই দাবির পক্ষে সওয়াল করতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে যুব সমাজ এই দাবিকে সঠিক মনে করেন ও আন্দোলনে সামিল হতে ইচ্ছুক। মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজারো মানুষ সওয়াল করতে শুরু করেছেন। এই পরিস্থিতিতে জনগণের সাথে সংযোগ গড়ে তোলা জরুরি। কিন্তু নেতৃত্ব দেওয়ার মানুষ কম। প্রবল জনসমর্থন থেকে জন প্রতিনিধিদের দাবি তুলতে বাধ্য করানোর যে, উপায়, তা সম্ভব হচ্ছে না। এখানকার সবাই চায় ইসলামপুর জেলা হোক কিন্তু করে হবে সেই আশায় বুক বেঁধে আছে লক্ষ লক্ষ জনগণ।

কাশ্মীরের নির্বাচনে নতুন আকর্ষণ ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ জোট

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

জামায়াতে ইসলামি (জেআই) ভারত সরকারের বয়ানে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ সংগঠন বলে চিহ্নিত। তাই এখনো নিষিদ্ধ। একইভাবে চিহ্নিত ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের বারামুল্লা থেকে জয়ী লোকসভা সদস্য ইঞ্জিনিয়ার রশিদ। তিনি ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ বলে এখনো জেলবন্দী। ভোটে প্রচারের জন্য আদালত অবশ্য তাঁকে জামিন দিয়েছেন। রশিদ নিজের দল গড়েছেন। নাম আওয়ামি ইত্তেহাদ পার্টি (এআইপি)। কাশ্মীর উপত্যকার জনগণের সমর্থন পেতে এ দুই দল জেআই ও এআইপি গতকাল রোববার জোট বেঁধেছে। দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ, পুলওয়ামা, শোপিয়ান, কুলগাম ও তাদের পশ্চিমে বারামুল্লায় ভোটের প্রাক্-মুহূর্তে এই জোটবদ্ধতাই সর্বশেষ চমক।

এআইপি ও জেআই এবার মোট ৪৩ আসনে প্রার্থী দিয়েছে। সবাই স্বতন্ত্র। জম্মুতে এই জোট লড়ছে একটিমাত্র কেন্দ্রে। বাকি ৪২ জনই উপত্যকায়।

ঘোষিত এই জোটের বাইরে যা অঘোষিত, তার কেন্দ্রে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিংবা বলা ভালো শাসক দল বিজেপি। রাজনৈতিক প্রচার, জেআই ও ইঞ্জিনিয়ার রশিদের জোটবদ্ধতার অনুঘটক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, যাঁর লক্ষ্য উপত্যকা থেকে কিছু আসন জেতা, যাতে ভোট শেষে অন্তত একক গরিষ্ঠ দল হিসেবে মাথাচাড়া দেওয়া যায়। তারপর সরকার গড়ার প্রয়োজনীয় সমর্থন পেতে স্বতন্ত্রদের দিকে হাত বাড়ানো যায়।

সেটা জেনেবুঝে ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) নেতা ওমর আবদুল্লাহ প্রচার করছেন, ওই জোটের নেতারা বিজেপির বি-টিম। বিজেপির মদদে এটা তাদের ‘প্রক্সি ওয়ার’।

বিজেপি সরকারিভাবে ওই অভিযোগ অস্বীকার করছে। অস্বীকার করছেন ইঞ্জিনিয়ার রশিদ ও জেআই নেতৃত্বও। কিন্তু তা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না দুটি কারণে। প্রশ্ন উঠছে, সংসদীয় অধিবেশনে যোগ দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার যে আদালত নির্বাচিত সংসদ সদস্যকে (রশিদ) দেননি, তাঁকে কেন নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে জামিন দেওয়া হলো? উত্তরটাও তাঁরা দিচ্ছেন, বিজেপি চাইছে বলে। দ্বিতীয় কারণ, জামায়াতে ইসলামি যাতে ভোটে লড়তে পারে, সে জন্য তাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জেআই নেতাদের চারবার বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠকে যোগ দিয়েছিল জেআইয়ের আট সদস্যের প্রতিনিধিদল। তাদের নেতা গুলাম কাদের ওয়ানি উদ্যোগী হয়ে শেষবেলায় এই জোট গড়েছেন। কেন গড়লেন? তারও উত্তর দিচ্ছেন এনসি নেতারা, সরকার চাইছে বলে।

ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পুলাওয়ামার একটি ভোটকেন্দ্র থেকে ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসছেন এক ব্যক্তি। ছবি চলতি বছরের ১৩ মে ভারতের লোকসভা নির্বাচনের সময় তোলা। ছবি: রয়টার্স

প্রশ্ন হলো, এতটা ঝুঁকি নিয়ে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদীদের’ সঙ্গে বিজেপির শীর্ষ নেতারা কেন এগোচ্ছেন। এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরও দুটি। প্রথমটি হলো উপত্যকায় বিজেপির ‘শূন্য’ প্রভাব। অনেক চেষ্টা করেও গত ১০ বছরে তারা দাঁত ফোটাতে পারেনি। দ্বিতীয় উত্তর, পরোক্ষে প্রভাব বিস্তারে বিজেপি যে চাল চেলেছিল, প্রতিষ্ঠিত নেতাদের দল ভাঙিয়ে নতুন দল গড়ে তাদের ওপর ভরসা করা, তা ভেস্তে যাওয়া। পিডিপি নেতা আলতাফ বুখারির আপনি পার্টি ও কংগ্রেস নেতা গুলাম নবী আজাদের আজাদ পার্টি যাবতীয় সরকারি মদদ সত্ত্বেও চূড়ান্ত ব্যর্থ। অথচ জেলে থেকে বাজি মাত করলেন ইঞ্জিনিয়ার রশিদ! ওমর আবদুল্লাহকে হারালেন দুই লাখেরও বেশি ভোটে। বিজেপি বুঝল, উপত্যকার সমর্থন যদি অন্য কারও কাছে থাকে, তারা হলো এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরাই। তাই তাদেরই তারা আঁকড়ে ধরেছে।

এই জোট সবচেয়ে বেশি চিন্তায় ফেলেছে পিডিপিকে। কারণ, মেহবুবা মুফতির দলের খাসতালুক দক্ষিণ কাশ্মীরই জেআইয়ের মুখ্য বিচরণভূমি। দাপাদাপি সবচেয়ে বেশি ওখানেই। ৩০ বছর ধরে ভোট বর্জন নীতি আঁকড়ে থাকায় জামায়াতের অনেক সমর্থক ভিড় জমিয়েছিল পিডিপিতে। এবার তারা মনে করছে, সেই সমর্থন ঘরে ফিরবে। তেমন হলে ক্ষতি পিডিপিরই। সেই ভোট ভাগাভাগিতে এনসি-কংগ্রেস-সিপিএমের লাভ হবে কি না, সে প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে।

চিন্তায় আছে বিজেপিও। জেআই ও এআইপি প্রার্থীরা স্বতন্ত্র হিসেবে লড়লেও ভোটের পর সরাসরি তাঁদের সমর্থন নেওয়া বিজেপির পক্ষে সম্ভব হবে কি? প্রশ্নটি বড় হচ্ছে, যেহেতু জেআইয়ের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোর বিরোধিতা করেছিল আরএসএস। চিন্তা অন্য এক জায়গাতেও; এই নতুন জোট উপত্যকায় বেশি সমর্থন পেলে আগামী দিনে বিচ্ছিন্নতাবাদের ঢেউ নতুন করে আছড়ে পড়বে কি না, সে ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে দুই দলই যখন ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিলোপের বিরুদ্ধে। প্রচারেও তারা বলছে, ‘হৃত মর্যাদা’ পূর্ণভাবে ফিরিয়ে আনাই তাদের লক্ষ্য।

ভবিষ্যৎ যা-ই হোক, ১৮ সেপ্টেম্বর প্রথম পর্বের ভোট শুরুর আগে উপত্যকায় আগ্রহ ও উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে। আর কিছু হোক না হোক, জম্মু-কাশ্মীরের মানুষ ১০ বছর পর ফিরে পেতে চলেছে নিজেদের সরকার গড়ার অধিকার।

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

জমিয়তের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি গঠিত হল

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সোমবার মুর্শিদাবাদের প্রাণকেন্দ্র বহরমপুর এর রবীন্দ্র সদনে মুর্শিদাবাদ জমিয়ত উলামা হিন্দের নবনির্বাচিত জেলা কমিটি গঠন হলো সর্ব সম্মতিক্রমে।জেলা সভাপতি নির্বাচিত হয় মাওলানা আবু বাকার কাসিমী সাহেব, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয় মুফতী মোহাম্মদ নাজমুল হক সাহেব, সহ-সভাপতি হয় মাওলানা বাইজিদ হোসেন ও মাওলানা কারী হাবিবুর রহমান সাহেব, সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হয় গোকর্ণ থেকে কারী নুরুজ্জামান সাহেব ও কান্দি থেকে মাওলানা আলী আকবর সাহেব, হরিহরপাড়া থেকে মুফতি ইসরাইল সাহেব রেজিনগর থেকে কারী রিয়াসাতুল্লাহ সাহেব ইসলামপুর থেকে মাওলানা আসিরুদ্দিন সাহেব ও গরিবপুর থেকে কারী মাইনুল ইসলাম, নবগ্রাম ব্লক থেকে মুফতি আলী আকবর সাহেব ও মুফতি সাঈদ সাহেব সাগরদিঘী থেকে মাওলানা হাসিমুদ্দিন কাসিমী সাহেব। জেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয় ভগবানগোলা থেকে মুফতি মাওলানা শহিদুল ইসলাম সাহেব। কমিটি শেষে কমিটির মেয়াদ তিন বছরের জন্য বলে জানান সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব। পাসপাসি ঐতিহাসিক কর্মী সম্মেলনে বক্তারা ওয়াকাফ বিলের সম্পর্কে বিশেষ বার্তা দিয়ে বলেন বর্তমান কেন্দ্র সরকার ওয়াকাফ সংশোধনী বিল পাসের চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিগত দিনে ইমেইলের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং যথারীতি মুর্শিদাবাদ থেকে আলিম-উলামা সর্বসাধারণ সকলেই মিলে ইমেলের মাধ্যমে অনেক ভোট দান করেছে। উক্ত সভাতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়ত উলামা হিন্দের সাধারণ সম্পাদক কারী শামসুদ্দীন আহমদ সাহেব,মেমারি জামিয়া মাদ্রাসার মুফতি আইনুল হক সাহেব।জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্তি ঘোষনা করেন সভার সভাপতি।

মোথাবাড়িতে জশনে ঈদ-এ মিলাদ উন্ নবি

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদার কালিয়াচক-২ নং ব্লকের পিডব্লিউডি ময়দানে মোথাবাড়ী জুলুস কমিটির উদ্যোগে ২৪ তম জাশনে ঈদ এ মিলাদুন নাবী (সা:)। এদিনের মোথাবাড়ী জুলুস কমিটির সালসায় আমন্ত্রিত বক্তাগণ ছিলেন, সৈয়দ শাহ মুহাম্মদ কেয়ামুদ্দিন হোসাইনি আজমাতি, সৈয়দ আহমাদ আবরার গৌসি, মৌলানা মুফতি জাহাঙ্গীর আলম, মৌলানা মুহাম্মদ মোকিমুদ্দিন এছাড়াও ছিলেন, মোথাবাড়ী জুলুস কমিটির সভাপতি মৌলানা আকবর আলী, সম্পাদ মোহাম্মদ আফতাবুদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ মাতিউর রাহমান, মুহাম্মদ আকিলুদ্দিন ছাড়াও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মোথাবাড়ী জুলুস কমিটির সম্পাদক মোহাম্মদ আফতাবুদ্দিন জানান, আজকের দিনটি আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের দিন। জুলুসে অংশগ্রহণকারী ও পথচারীদের জন্যে রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে, লাড্ডু, খেজুর, পায়েস, পানীয়জল ও সরবত, খিচুড়ি, মিষ্টি পোলাও সহ বিভিন্ন ধরনের খাওয়ার বিতরণ করা হয়।

‘মুখোমুখি খাজিম আহমেদ’ গ্রন্থের সূচনা করলেন শীর্ষেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করলেন অধ্যাপক ড.রাজন গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারভিত্তিক গ্রন্থ ‘মুখোমুখি খাজিম আহমেদ’। সুপ্রাবন্ধিক চিন্তক খাজিম আহমেদের প্রায় ৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিটের সাক্ষাৎকারটি উদার আকাশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হলে পাঠক বিপুল আগ্রহ সঞ্চার করে। সে কারণেই দু-মলাটের মধ্যে তাকে ধরে রাখার তাগিদ অনুভব করি – জানালেন এই গ্রন্থের প্রকাশক ফারুক আহমেদ।এতে স্বাধীনতা পরবর্তী প্রায় অর্ধশতকের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা-উদ্বেগের পাশাপাশি সমাজ,রাজনীতি, অর্থনৈতিক নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে।আলোচনায় উঠে এসেছে গৌরকিশোর ঘোষ,মহাশ্বেতা দেবী, আবদুল আযীয আল আমান,সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ,অধ্যাপক রেজাউল করিম প্রমুখ মনীষার অনেক অলিখিত গল্প।লেখকের কথায় - এ সাক্ষাৎকার শুধুমাত্র একজন মানী ইতিহাসবিদের ব্যক্তিগত আত্মকথনেই সীমাবদ্ধ না থেকে তা হয়ে উঠতে পারে স্বাধীনতা উত্তর এপার বাংলার সংখ্যালঘু বাঙালির বৌদ্ধিক মর্মবেদনার ঐতিহাসিক দলিল। খাজিম আহমেদ বলেন, বইটি সমাজ-ইতিহাসের গবেষকদের কাছে একটি সাহায্যপ্রদানকারী গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে।আশা রাখি। এই গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থের প্রকাশক ফারুক আহমেদ,অধ্যাপক রাজন গঙ্গোপাধ্যায়,ইতিহাসবিদ খাজিম আহমেদ প্রমুখ। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ করেছেন কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত ।

মুসলিমরা ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত: সিদ্দিকুল্লাহ

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন:সোমবার বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হল মুর্শিদাবাদ জেলা জমিয়তে উলামার মজলিশ মুন্তাজিমার অধিবেশন। প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য জমিয়তে উলামার সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। ওয়াকফ সম্পত্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন ব্রিটিশরা কখনও ওয়াকফ সম্পত্তি ও মন্দিরের সম্পত্তিতে হাত দেয়নি। কিন্তু বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পত্তিতে হাত দিতে চাইছে। ১৯৫৪ সালে পার্লামেন্টের একজন সদস্যা মোহাম্মদ কাজিম তদানীন্তন জমিয়ত নেতৃত্বের পরামর্শে ওয়াকফ আইনটি পার্লামেন্টে অনুমোদন করেন। ১৯৯৫ সালে ওয়াকফ অ্যাক্ট তৈরি হয়। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি থেকে সেই ওয়াকফ আইন চলছে। ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলমানদের পৈতৃক সম্পত্তি। কেউ এই সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে চাইলে মুসলমানরা জান দিয়ে লড়াই করবে এবং গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশজুড়ে আন্দোলন করবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রস্তাব দিয়েছি ওয়াকফ সম্পত্তি গুলোকে কম্পিউটারাইজড করতে। কম্পিউটারে চলে এলে কেউ নষ্ট করতে পারবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে। এবিষয়ে পার্লামেন্টে বক্তব্যের মাধ্যমে বিরোধীতার জন্য সাংসদ নাদিমুল হক ও সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনকে ঠিক করা হয়েছে। ইমামদেরকে জুমার খুতবায় নারীর মর্যাদা নিয়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়াও তিনি জমিয়ত বহুমুখী কাজকর্ম, রাবেতা বোর্ডের পঠনপাঠন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতির উপর বক্তব্য রাখেন। জেলা জমিয়তের সভাপতি মাওলানা বদরুল আলম বলেন ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করে জেলা জমিয়তের কর্মী সমর্থকরা যে ভাবে কাজ করেছে তা প্রশংসা যোগ্য। জেলা জমিয়তের সেক্রেটারী মুফতি রায়হানুল ইসলাম বিগত দিনে জেলা জমিয়তে উলামা কি কি কাজ করেছে তার রিপোর্ট তুলে ধরেন। মাষ্টার মাইনুল ইসলাম দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি করে সকলের নজর কাড়েন।

লালগোলায় আবারও ভাঙন, ইঞ্জিনিয়ারকে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লালগোলায় পদ্মা ভাঙ্গনে রাতের ঘুম উড়েছে বিলবোরাকোপরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তারানগর সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষদের। প্রতিদিন বিঘের পর বিঘে জমি তলিয়ে যাচ্ছে পদ্মার গর্ভে। সেচ দপ্তর ভাঙ্গন রোধে সঠিক ভাবে কাজ করছে না। অভিযোগ তুলে সোমবার দুপুরে ভাঙ্গন পরিদর্শনে যাওয়া সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালো এলাকাবাসী। সপ্তাহ কয়েক ধরে লালগোলা ব্লকের খান্দুয়া লাগোয়া তারানগর সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে পদ্মা ভাঙ্গনের আতঙ্কে রয়েছে গ্রামবাসীরা। এক মাসের মধ্যে প্রায় শত বিঘা জমি গিয়েছে পদ্মা গর্ভে। সোমবার সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার তারানগরের ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গেলে সেই সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার তার কাজ সঠিকভাবে করছে না, এই অভিযোগ তুলে ইঞ্জিনিয়ারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। রাস্তায় তার গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে গ্রামবাসীরা। কয়েক ঘন্টা গাড়ির মধ্যে আটকে রাখা হয় ইঞ্জিনিয়ার কে। প্রশাসনিক আধিকারিকরা সেখানে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ‘কাজে গাফিলতি হচ্ছিল। ঠিকাদার সংস্থা কাজ শুরু না করতেই ইঞ্জিনিয়ার এসেছিলেন। বাঁশ দিয়ে পাড় আটকে রাখার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তা করে কোন লাভ হচ্ছে না।’ বাসিন্দাদের আরও দাবি, ‘সরকার গুরুত্ব সহকারে পাড় বাঁধানোর কাজ করুক।’ এ বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ার সৌগত ভৌমিক বলেন, ‘আমরা কাজ দেখতে এসেছিলাম। ঠিকাদার কেন আসেনি তা আমার জানা নেই। ঠিকাদার না এলে কাজ শুরু করতে দেওয়া যাবে না বলে আমাকে আটকে রাখা হয়।

রসাখোয়ায় ঈদে মিলাদুন্নবী শোভাযাত্রা

মোহম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের রসাখোয়া এলাকা আবারও দেখলো এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যখন ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জাশনে ঈদে মিলাদুন্নবী-র জুলুসে হাজার হাজার মানুষ অংশ নিল। রসাখোয়া সুন্নি ওয়েলফেয়ার এবং এডুকেশনাল ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত এই জুলুসে প্রায় ২০ থেকে ৩০ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন বলে আয়োজকরা জানান। জুলুসটি প্রাননগর ঢাটিপাড়া মাজার শরীফ থেকে শুরু হয়ে শিলিগুড়ি মোড়, রসাখোয়া বাজার, এবং খনতা হয়ে প্রাননগর উরুষের মেলায় শেষ হয়। শান্তিপূর্ণ এই মিছিলের মধ্য দিয়ে মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা ও আদর্শ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মুফতি জুলফিকার আলী রাসিদি, সমাজসেবী সেখ শামসুল এবং হাজি মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিনসহ মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এই মিছিলে শুধু মুসলিম নয়, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও এই জুলুসে অংশ নেন।

নাবাবিয়ায় ঈদ-এ মিলাদ উন্ নবি পালিত

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে হুগলি জেলার খানাকুল থানার নাবাবিয়া মিশনে রাসূল সা. এর জীবন আদর্শের উপর আলোচনা হয়। ছাত্রছাত্রীদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। দুই পৃথক ক্যাম্পাসে কেরাত প্রতিযোগিতা ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সকল ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীবৃন্দ। দোয়ার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নাবাবিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহিদ আকবার। বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে মানবজাতির কল্যাণের জন্য ও বর্তমান সময়ের সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্ব ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকার জন্য দুয়া হয়।

মাছের গাড়ি উল্টে ক্ষতি লক্ষাধিক টাকার

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: সোমবার ভোর রাতে মাছের গাড়ি উল্টে গুরুতর জখম হলে চারজন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে লক্ষাধিক টাকার মাছ।ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং মাছের আড়ত সংলগ্ন এলাকায়।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিং ২ এর নারায়নপুর পঞ্চায়েতের শ্রীনগর এলাকার মাছ ব্যবসায়ী হাসিবুর রহমান।এদিন ভোরে নিজস্ব ফিসারি থেকে চিংড়ি,রুই,কাৎলা,ট্যাংরা,ভেটকি মাছ ধরেছিলেন ৬ কুইন্টাল। গাড়িতে করে ক্যানিংয়ের মাছের আড়তে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মাছের আড়তের পিছনে আচমকা গাড়ি উল্টে যায়। গুরুতর জখম হয় চালক আলিনুর মোল্লা,হাসিবুর রহমান,নাসির মন্ডল, রসিদ সরদার’রা।সামান্য আঘাত লাগলেও বরাতজোরে প্রাণে বাঁচেন চারজন। হাসিবুর রহমান জানিয়েছেন, ‘ক্যানিং শহরে জাতীয় মানের মাছের আড়ত। অথচ মাছের আড়তের পিছনে যাতায়াতের রাস্তা জঘন্য। নরক যন্ত্রণা। খানাখন্দ তো আছেই।ময়লা আবর্জনায় ভর্তি।যার ফলে গাড়ি উল্টে গেলেও নোংরা আবর্জনা থেকে মাছ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।মাত্র ত্রিশ হাজার টাকার মাছ উদ্ধার হয়েছে।

রাজারহাটে আর জি কর নিয়ে সরব কামরুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রাজারহাট

আপনজন: বিশ্বনবী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মিলাদুন্নবী জলসা ও সামাজিক অনুষ্ঠান হল রাজারহাটে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রাজারহাট যুবক বৃন্দের পরিচালনায় সোমবার সকাল থেকে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা প্রদান, ছানি অপারেশন ও ওষুধ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি এদিন সন্ধ্যায় দুস্থদের মাঝে মশারী বিতরণ করা হয়। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, নারীদের মর্যাদা ও স্বাধীনতার কথা ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে। পাশাপাশি নারীদের উপর অত্যাচারের অপরাধীদের শাস্তির কথাও বলা হয়েছে। আরজিকরের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন কামরুজ্জামান। অন্যদিকে বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, তিন তালাকের জন্য মুসলিম মহিলাদের নাকি ইনসাফ পাইয়ে দিতে চায় কেন্দ্র সরকার। কিন্তু নিষিদ্ধ পল্লীতে যে সমস্ত মহিলারা থাকেন, তাঁদের জন্য মোদীজির কান্না পায় না। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি আরো বলেন, ভারতে মুসলিমদের থেকে হিন্দু সমাজের মধ্যে তালাকের হার বেশি। তাহলে সেই সমস্ত মায়েদের জন্য মোদীজি কেন মায়া কান্না কাদছেন না? উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য কবিতা সানা, রাজারহাট যুবক বৃন্দ কমিটির সম্পাদক রাজা বিশ্বাস, সভাপতি সাহাঙ্গীর আলি মোল্লা, হাজি সেখ মহিদ আহমেদ, সহ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন বিশ্বাস, মন্টু ইসলাম, নজরুল আলি মোল্লা প্রমুখ। কুরআন ও হাদীসের আলোকে বক্তব্য রাখেন মাঝেরআইট পীরডাঙ্গা দরবার শরীফের পীরজাদা মাসুম বাখতেয়ারি, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ইমাম কোঅর্ডিনেটর পীরজাদা হাসানুজ্জামান, বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার মাওলানা আমিনুল আম্বিয়া সাহেব। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শেখ রাহানাতুল্লা।

বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে শান্তি পদযাত্রা

সন্ন্যাসী কাউরী ● পাঁশকুড়া

আপনজন: বিশ্ব শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা বহন করে গোটা বিশ্বের সাথে পাঁশকুড়াতেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো বিশ্ব নবী দিবস। সোমবার সকালে পাঁশকুড়া ব্লকের পাঁশকুড়া স্টেশন, পাঁশকুড়া বাজার, নারান্দা, জয়কৃষ্ণপুর, গোবিন্দনগর, মাইশোরা, সিদ্ধা, বিজাহারপুর বিভিন্ন এলাকায় বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। হজরত মহম্মদের নীতি, আদর্শ, বাণী প্রচার করেই শোভাযাত্রায় অংশ নেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষজন।

এদিন পূর্ব নারান্দা গ্রামের ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষজন নবীর নীতি আদর্শ বাণী প্রচার করে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। শোভাযাত্রায় অংশ নেয় প্রায় তিন হাজার মানুষ। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন শেখ নওশাদ, শেখ রফিকুল ইসলাম, শেখ রফিজুল রহমান, সেক গোলাম মোস্তাফা সহ অন্যান্যরা। এদিন রাত্রে বিশ্বনবী দিবস উপলক্ষে জলসারও আয়োজন করা হয়।

মহারাজকে নবি জীবনী উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ ইমাম মোয়াজ্জিন সমিতির পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ার ইস্কন মন্দিরের মহারাজদের হাতেও এদিন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ এঁর জীবনী তুলে দেওয়া হয়। মহারাজগণ নবী জীবনী উপহার হিসাবে পেয়ে দারুণ ভাবে আপ্লুত, হাড়োয়া ইস্কন মন্দিরের অন্যতম মহারাজ হিমাংশুজী বলেন, আমরা নবী দিবসে বিশ্বনবীর জীবনী উপহার হিসাবে পেয়ে নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছি। হিমাংশুজী বলেন হজরত মুহাম্মদ পৃথিবীতে সাম্য,মৈত্রী ও যে শান্তির বাণী প্রচার করে গেছেন তা সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য অনুকরণীয়, হজরত মুহাম্মদের দেখানো পথে মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ইমাম মোয়াজ্জিন সমিতির রাজ্য সম্পাদক হাফেজ আজিজ উদ্দিন বলেন বিশ্বনবী সাঃ মানবতার মূর্তপ্রতীক, তিনি সৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। বিভিন্নতাকে ঐক্যের মধ্যে এনে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বীজ রোপণ করেন মহান ব্যক্তিত্ব হজরত মুহাম্মদ সাঃ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য মিছিল মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা তে বিশ্ব নবীর জন্ম দিবস উপলক্ষে মালদা জেলাতেও বর্ণাঢ্য পদযাত্রার আয়োজন। হাজারো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মীয় পদযাত্রায় পা মেলান। মালদা শহরের বিভিন্ন মসজিদ থেকে বের হয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মিছিল। ছোট ছোট সমস্ত মিছিল যোগ হয়ে বড় পদযাত্রার আয়োজন করা হয় শহরে। সারা শহর পরিক্রমা করে শোভাযাত্রা। মিছিলে অংশ নেন দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী, ইংরেজবাজার পৌরসভার কাউন্সিলর শুভময় বসু সহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু কমিটির সদস্যরা। বিশ্ব নবীর শান্তির বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে এদিন সারা বিশ্বের পাশাপাশি মালদা জেলাতেও পদযাত্রার আয়োজন করা হয়।

ফল বিতরণে ইমাম সংগঠন, সঙ্গী পাঠান

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে সোমবার ১২ ই রবিউল আউয়াল পবিত্র বিশ্ব নবী দিবস (সা.)উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলার একাধিক হাসপাতালের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হাসপাতালের রোগীদের হাতে ফল তুলে দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন ক্রিকেটার তথা বহরমপুরের তৃণমূলের সাংসদ ইউসুফ পাঠান, ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার, হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ সহ একাধিক সংগঠনের দায়িত্ব প্রাপ্ত গণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

নবী দিবসে প্রভাত ফেরী

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার হুমাইপুর এলাকার তাজপুর গ্রামের ঈদে মিলাদুন নবী অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম দিবস পালনে প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়। আরবি মাস রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ হযরত মুহাম্মদ এর জন্ম। সারাদেশের সঙ্গে জেলায় দিনটিকে বিশ্ব নবী দিবস হিসেবে সোমবার পালন করা হয় মর্যাদার সাথে। বিশ্ব নবীর জন্মদিবস পালন কে লক্ষ্য রেখে হুমাইপুর এলাকায় ইমাম সাহেবদের উপস্থিতিতে এই প্রভাতফেরি সম্পন্ন হয়।

নবী দিবসে বাইক পরিক্রমা

আপনজন: বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে নবাবপুর ভগবতীপুর কুমিরমোড়া এলাকায় কচিকাঁচা সহ কিশোররা টোটো অটোর মাধ্যমে মিছিল বের করে । এলাকা পরিক্রম করে। বৃষ্টিকেও উপেক্ষা করে হয় মিছিল। ছবি: সেখ আবদুল আজিম

ইয়ামালের জন্য ২ হাজার ৯৮৮ কোটি টাকার প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছে বার্সা

আপনজন ডেস্ক: লামিনে ইয়ামালের প্রতিভা, সামর্থ্য সম্পর্কে সবার জানা। এত অল্প বয়সেই ইয়ামাল তাঁর খেলা দিয়ে ফুটবল-বিশ্বকে যেভাবে মাতিয়ে রেখেছেন, তাতে পরাশক্তিধর অনেক ক্লাব তাঁকে পেতে উঠেপড়ে লাগার কথা। বার্সেলোনার এই তরুণ উইঙ্গারকে পেতে চেয়েছিল পিএসজিও। সে জন্য বার্সাকে ২৫ কোটি ইউরো (২ হাজার ৯৮৮ কোটি) দিতে চেয়েছিল প্যারিসের ক্লাবটি। কিন্তু তাদের সে প্রস্তাব শুরুতেই নাকচ করে দিয়েছে বার্সা। কাতালান ক্লাবটি ইয়ামালকে ছাড়তে রাজি হলে তা হতো দলবদলের ইতিহাসে বিশ্ব রেকর্ড। একটি পডকাস্টে এ তথ্য জানিয়েছেন ফুটবল এজেন্ট অ্যান্ডি বারা। পিএসজির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষে এ মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তাঁর অভাব পূরণে বার্সার 'বিস্ময় বালক' ইয়ামালকে নিতে চেয়েছিল পিএসজি। বার্সার বিখ্যাত যুব একাডেমি লা মাসিয়া থেকে উঠে আসা ইয়ামাল মূল দলের হয়ে ২০২২-২৩ মৌসুমে জিতেছেন লা লিগা শিরোপা। এ বছর জাতীয় দল স্পেনকে ইউরোয় চ্যাম্পিয়ন বানাতেও রেখেছেন বড় অবদান। আসরে সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কারটা তাঁর হাতেই উঠেছে।
এ বছর ইউরোপীয় ফুটবলে গ্রীষ্মকালীন দলবদলের সময়সীমা ছিল ৩০ আগস্ট পর্যন্ত। তবে পিএসজি বার্সাকে প্রস্তাবটা দিয়েছিল গত জুলাইয়ে ইয়ামালের ১৭তম জন্মদিনের ঠিক আগে। ইয়ামালের জাতীয় দলের সতীর্থ দানি ওলমো, আলভারো মোরাতা ও নাচো ফার্নান্দেজের এজেন্ট অ্যান্ডি বারা এ ব্যাপারে ইনকুবাতোর নামে একটি পডকাস্টে বলেছেন, 'এক বিষয় আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, কয়েক মাস আগে লামিনে ইয়ামালের জন্য পিএসজি বার্সেলোনাকে বড় অঙ্কের প্রস্তাব দিয়েছিল; কিন্তু বার্সেলোনা সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে। চুক্তির মূল্য ২৫ কোটি ইউরোর কাছাকাছি ছিল।' বারা আরও জানিয়েছেন, পিএসজি প্রস্তাব দেওয়া এবং বার্সার তা নাকচ করে দেওয়া ঘটনা এতটাই দ্রুত ঘটেছে যে অনেক ফুটবলপ্রেমী এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। গত বছরের অক্টোবরে বার্সার সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেন ইয়ামাল। এই চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে ২০২৬ সালের ৩০ জুন। ইয়ামালের মতো প্রতিভা যেন সহজে অন্য কোনো ক্লাবে যেতে না পারেন, সে জন্য রিলিজ ধরা হয়েছে ১০০ কোটি ইউরো (১৩ হাজার ২৪৮ কোটি টাকা)। অর্থাৎ গত জুলাইয়ে পিএসজি বার্সাকে যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তা ইয়ামালের রিলিজ ক্লজের এক-চতুর্থাংশ।
বার্সা ২৫ কোটি ইউরোয় ইয়ামালকে ছাড়তে রাজি না হওয়ায় দলবদলের বিশ্ব রেকর্ডটা এখনো নেইমারের দখলেই থেকে গেল। নেইমারকে ছেড়ে দেওয়া ও পাওয়ার চুক্তিটাও এই দুই ক্লাবের মধ্যেই হয়েছিল। ২০১৭ সালে ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরোর বিনিময়ে ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ডকে বার্সার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল পিএসজি।

হরমনপ্রীতের জোড়া গোল

দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে ভারত

এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

আপনজন ডেস্ক: এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকির ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত। সোমবার সেমি-ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৪-১ উড়িয়ে দিল ভারত। এবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকি হচ্ছে চিনে। মঙ্গলবার ফাইনালে আয়োজক দেশ চিনেরই মুখোমুখি হচ্ছে ভারত। এই টুর্নামেন্টে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে ভারতীয় দল। সেমি-ফাইনালের আগে পাকিস্তানকেও বিধ্বস্ত করেছে ভারত। সোমবার দক্ষিণ কোরিয়াও ভারতীয় দলের সামনে কোনওরকম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারল না। একপেশে ম্যাচে সহজ জয় পেল ভারত। জোড়া গোল করলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। এছাড়া গোল করলেন উত্তম সিং ও জার্মানপ্রীত সিং। হকিতে খুব একটা শক্তিশালী দল নয় চিন। ফলে মঙ্গলবার ফাইনালেও ভারতীয় দল সহজ জয় পাবে আশায় ক্রীড়ামহল।
প্যারিস অলিম্পিক্সে একাধিক ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল হজম করেছিল ভারতীয় দল। তবে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোলও করেন হরমনপ্রীতরা। দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধেও ভারতীয় দলের দাপট দেখা গেল। সোমবার ২০ বার ডি বক্সে ঢুকে পড়েন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। প্রথম কোয়ার্টারেই গোল করে ভারতীয় দলকে এগিয়ে দেন উত্তম। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান বাড়ান হরমনপ্রীত। এরপর ভারতের হয়ে তৃতীয় গোল করেন জার্মানপ্রীত। তৃতীয় কোয়ার্টারে ব্যবধান কমায় দক্ষিণ কোরিয়া। তবে এরপর ফের গোল করেন হরমনপ্রীত। ফলে সহজ জয় পায় ভারত।

আইএসএলে প্রথম ম্যাচে শেষ মুহূর্তের গোলে হার মহামেডানের

আপনজন ডেস্ক: সোমবার অনেক আশা নিয়ে আইএসএলের প্রথম ম্যাচে যাদবপুরের কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ড জয়ী মহাডেমান স্পোর্টিং ক্লাব মুখোমুখি হয়েছিল নর্থইস্ট ইউনাইটেডের সঙ্গে। একাধিক সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে ইনজুরি টাইমের গোলে হেরে গেল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসির কাছে। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় আলাদিন আজারাই নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন। তখন আর মাথা তুলে দাঁড়ানোর মতো সশয় ছিল না মহমেডানের। ফলে, আইএসএলের অভিষেক ম্যাচে হারকে বরণ করে নিতে হয় তাদেরকে। সাদা কালো ব্রিগেডের আন্দ্রে চেরনিশভের ছেলেরা যথেষ্ট লড়াই করেছেন দুটি হাফেই। আন্দ্রে চেরনিশভের বাহিনী ম্যাচের ৯৩ মিনিট পর্যন্ত নর্থ ইস্টকে আটকে রাখতে পারলেও অতিরিক্ত সময়ের খেলায় শেষ রক্ষা করতে পারেনি। সুযোগ ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে যেখানে মহামেডানকে সহজেই জেতার কথা ছিল, সেখানে হেরে যেতে হল। খেলার শেষদিকে অল্পের জন্য অ্যালেক্সিস গোমেজের শট গোলপোস্টের বাইরে না গেলে, তাদেরই জয়ের মুখ দেখার কথা ছিল। বলা যায় নর্থ ইস্ট স্টেটেজে মেরে দিয়েছে।
তবে এদিন মহমেডান সেভাবে আক্রমণ দানা বাঁধতে পারেনি। ম্যাচের ৯ মিনিটে, প্রথম আক্রমণ করে নর্থ ইস্ট। বক্সের বাঁদিক থেকে গুইলেরমোর শট একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তার ঠিক ১০ মিনিট পর, আবার আক্রমণ করে নর্থ ইস্ট। এবার মহম্মদ বেমামেরের শট প্রতিহত হয় মহমেডান রক্ষণভাগের ফুটবলারদের দ্বারা। তবে প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে মহমেডান একটি ভালো আক্রমণ তুলে আনে। বক্সের বাইরে থেকে শট নেন মিরজালাল কাসিমভ। তাঁর শট গোলের ডান দিক দিয়ে বাইরে চলে যায়। দ্বিতীয়ার্ধেও খেলা বেশ জমে ওঠে। তবে সুযোগ নষ্ট করেন নর্থ ইস্টের পার্থিব গগৈ।
এমনকি, জিতিন পরপর দুটি সুযোগ তৈরি করলেও, গোল করতে পারেননি। যখন মনে হচ্ছিল যে, ম্যাচ হয়ত ড্র হতে চলেছে। ঠিক তখনই চমক। খেলার ৯৩ মিনিটে, থোই সিংহের থেকে পাস থেকে বাঁ-পায়ে শট নেন আলাদিন এবং গোল করে দলকে জয় এনে দেন। নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড তাই ভালই কেরামতি দেখাল আইএসএলে।

'অস্ট্রেলিয়া আমাদের নিয়ে চাপে থাকবে': সিএবি-র অনুষ্ঠানে শামি

আপনজন ডেস্ক: যতই সময় এগোচ্ছে, ততই যেন পারদ চড়ছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির। এই বছরের শেষেই অস্ট্রেলিয়া সফরে উড়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া।
গত দুবারই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে জয় পেয়েছে ভারত। তবে এবার সেখানে হ্যাটট্রিকের লক্ষ্য নামবেন রোহিত শর্মারা। এই প্রসঙ্গে মহম্মদ শামির মতে, অস্ট্রেলিয়াই বেশি চিন্তায় থাকবে। সেটাই আবারও স্পষ্ট করে দিলেন ভারতের এই তারকা পেসার।
সিএবি-র বিশেষ পুরস্কার পেয়ে নিজের মতামত জানালেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত বছরের একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপে চোট পেয়েছিলেন শামি। এমনকি, আইপিএল এবং টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপেও খেলতে পারেননি। তবে বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফি দিয়েই ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে শামির।
শুধু তাই নয়, সামনে নিউজিল্যান্ড সিরিজও রয়েছে। তাই মাঠে ফেরার জন্য একেবারে মুখিয়ে রয়েছেন মহম্মদ শামি। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, যে কোনও ফরম্যাটেই নিজের সেরাটা দিতে তৈরি শামি।
আর এবার আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি নিয়ে শামি জানালেন, "আসলে এবার আমাদের নিয়েই অস্ট্রেলিয়াকে ভাবতে হবে। আমরা গত দুবারই ওখানে গিয়ে জিতে এসেছি। আগে একসময় অস্ট্রেলিয়াকে ওদের দেশে গিয়ে হারানো সহজ ছিল না। কিন্তু এবার অস্ট্রেলিয়ারই চাপে থাকা উচিৎ আমাদের নিয়ে।"
তবে তার আগে অবশ্য বাংলাদেশ সিরিজ রয়েছে। অন্যদিকে আবার পাকিস্তানকে হারিয়ে উজ্জীবিত হয়েছেন শাকিবরাও। যদিও শামির মতে, পাকিস্তানকে হারানো আর ভারতের বিরুদ্ধে জয় পাওয়া মোটেও একরকম কাজ নয়।
এদিন সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান পান অনুষ্টুপ মজুমদার। জেন্টলম্যান ক্রিকেটারের পুরস্কার দেওয়া হয় অভিষেক পোড়েলকে। অপরদিকে জীবনকৃতি সম্মান পান প্রণব রায় এবং রুনা বসু। এবার ঘরোয়া ক্রিকেটে সিএবি লিগ, প্রথম ডিভিশন ওয়ানডে খেতাব এবং জেসি মুখার্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভবানীপুর ক্লাব। এদিন ট্রফি তুলে দেওয়া হয় তাদের হাতেও।

এই বাংলাদেশ সমীহ করার মতো শক্তি: গাভাস্কার

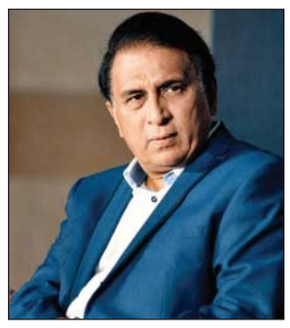

আপনজন ডেস্ক: সৌরভ গাঙ্গুলী দুশ্চিন্তা করার মতো কিছু দেখছেন না। তিনি মনে করেন, এই বাংলাদেশকে নিয়েও ভয়ের কিছু নেই। যতই তারা পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে আসুক, ভারতের মাটিতে ভারতকে হারানোর সাধ্য নেই বাংলাদেশের। তবে সৌরভের মতো ভারতের সাবেক ক্রিকেটারদের সবাই এত নিশ্চিন্ত নন। কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কারই যেমন সতর্ক করে দিয়েছেন রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যানের মতে, টেস্টে বাংলাদেশ এখন গোনায় ধরার মতো শক্তি। ওদের কিছুতেই হালকাভাবে নেওয়া যাবে না। সৌরভ যে দুশ্চিন্তা করার কিছু দেখছেন না, সেটার কারণও আছে। ভারতের বিপক্ষে টেস্টে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স তো আসলে গোনায় ধরার মতো নয়। ১৩টি টেস্ট খেলছে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে, ১১টিতেই হার। দুই ড্রর একটি ২০০৭ সালে চট্টগ্রামে, অন্যটি ২০১৫ সালে ফতুল্লায়, দুটিই বৃষ্টির কারণে। তার ওপর ঘরের মাঠে ভারত সর্বশেষ টেস্ট সিরিজ হেরেছিল সেই ২০১২ সালে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। এমন একটা দল কেন বাংলাদেশকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে! তবে আগের বাংলাদেশ আর এই বাংলাদেশের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখছেন সুনীল গাভাস্কার। সেটার বড় কারণ অবশ্যই সাম্প্রতিক অতীতে টেস্টে বাংলাদেশের সাফল্য এবং দলটির গভীরতা। এই বাংলাদেশের পেস বোলিং আক্রমণ মুগ্ধ হওয়ার মতো। পাশাপাশি দলীয় পারফরম্যান্সের সম্প্রতি পাকিস্তানের মাটিতে পাকিস্তানকে ২ টেস্টের সিরিজে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে গাভাস্কার এবার অন্য এক বাংলাদেশকেই দেখছেন।
ভারতের মিড-ডে পত্রিকায় এক কলামে কিংবদন্তি এই ব্যাটসম্যান লিখেছেন, 'পাকিস্তানকে পাকিস্তানের মাঠে দুই টেস্টে হারিয়ে বাংলাদেশ দেখিয়েছে তারা গোনায় ধরার মতো শক্তি। এমনকি দুই বছর আগে ভারত যখন বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিল, তখন কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়েছিল। এখন পাকিস্তানকে সিরিজে হারানোর পর তারা ভারতের বিপক্ষেও লড়তে প্রস্তুত।'
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ দলের শক্তির গভীরতা যে বেড়েছে, তা খুব ভালোভাবেই চোখে পড়েছে গাভাস্কারের, 'ওদের দারুণ কিছু খেলোয়াড় আছে এবং প্রতিশ্রুতিশীল কিছু খেলোয়াড় আছে যারা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের শুরুতে প্রতিপক্ষ দেখে চমকে যাওয়ার অভ্যাস কাটিয়ে উঠেছে। এখন ওদের বিপক্ষে যারাই খেলবে, তারা জানে এক মুহূর্তের জন্যও মনঃসংযোগে ছাড় দেওয়া যাবে না। পাকিস্তান সেটা ভালোভাবেই টের পেয়েছে। এই সিরিজ দেখার জন্য অপেক্ষা করাই যায়।'

অশ্বিনের চোখে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার বুমরা

আপনজন ডেস্ক: এই মুহূর্তে ভারতের সেরা ক্রিকেটার কে? বেশির ভাগেরই উত্তর বিরাট কোহলি হওয়ার কথা। অনেকে অধিনায়ক রোহিত শর্মার নামও বলতে পারেন।
তবে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের চোখে, কোহলি কিংবা রোহিত নন; এই মুহূর্তে ভারতের সবচেয়ে মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার দলের ফাস্ট বোলার যশপ্রীত বুমরা। বুমরাকে তাঁর শহরে কিংবদন্তি অভিনেতা রজনীকান্তের মতোই আতিথেয়তা দেওয়া হয়েছিল বলেও মন্তব্য করেছেন অশ্বিন। গত জুনে ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতাতে বড় ভূমিকা রেখেছেন বুমরা। ৩০ বছর বয়সী এই ফাস্ট বোলার বিশ্বকাপে মাত্র ৪.১৭ ইকোনমি রেটে নেন ১৫ উইকেট। টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কারও উঠেছে তাঁর হাতে।
সেই আসরের ফাইনালের পর থেকে বিশ্রামে থাকা বুমরা খেলায় ফিরছেন বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে। সব ঠিক থাকলে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া চেন্নাই টেস্টের একাদশে তাঁর থাকা নিশ্চিত।
জন্মশহর চেন্নাইয়ে অশ্বিনও খেলবেন বলে ধরে নেওয়াই যায়। আগামীকাল এই অফ স্পিনারের ৩৮তম জন্মদিন। এর আগে ভারতীয় সাংবাদিক বিমল কুমারের ইউটিউব চ্যানেলে বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।
আলোচনায় একটি প্রশ্ন ছিল, বর্তমানে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার কে? উত্তরে অশ্বিন বলেছেন, 'ভারত সব সময়ই ব্যাটসম্যান-অধ্যুষিত দেশ এবং এটা কখনোই বদলাবে না। তবে আমি খুবই আনন্দিত ও খুশি যে আমরা যশপ্রীত বুমরাকে পেয়েছি। বুমরা এমন এক বোলার, যাকে প্রজন্মে একবারই পাওয়া যায়। ওকে নিয়ে আমাদের আরও বেশি উদ্‌যাপন করা উচিত।'
ভারতের কিংবদন্তি অভিনেতা রজনীকান্তের সঙ্গে অশ্বিন
ভারতের কিংবদন্তি অভিনেতা রজনীকান্তের সঙ্গে অশ্বিনফেসবুক
বুমরাকে নিয়ে অশ্বিন আরও বলেছেন, 'আমরা চেন্নাইয়ের মানুষেরা বোলারদের অনেক সমাদর করি। চার থেকে পাঁচ দিন আগে সে (বুমরা) এখানে একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিল। আমরা ওকে রজনীর মতো সম্মান দিয়েছি। চেন্নাইয়ের মানুষ বোলারদের দারুণভাবে সম্মান জানায়। সে একজন চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার। তাকেও একইভাবে সম্মান জানানো হয়েছে। এই মুহূর্তে যশপ্রীত বুমরাই ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার।'
২০১৮ সালে টেস্ট অভিষেক হয় বুমরার। এখন পর্যন্ত ৩৬ টেস্টে ২০.৭০ গড়ে ১৫৯ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

বাবার পথে হেঁটে জিম্বাবুয়ের হয়ে খেলবেন বেন কারেন

আপনজন ডেস্ক: আপাদমস্তক ক্রিকেট পরিবার বলতে যা বোঝায়, কারেন পরিবার তেমনই। এই পরিবারের তিন প্রজন্ম ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এবার তাঁদেরই একজন বেন কারেনের জিম্বাবুয়ে জাতীয় দলে অভিষেক হয়ে যেতে পারে। বেন কারেনের পরিচয় নতুন করে না দিলেও চলত। তবু আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়া যাক। ২৮ বছর বয়সী বেনের দাদা প্যাট্রিক কারেন ছিলেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার, বাবা কেভিন কারেন জিম্বাবুয়ের হয়ে ১১টি ওয়ানডে খেলেছেন, তাঁর দুই ভাই টম কারেন ও স্যাম কারেন খেলছেন ইংল্যান্ডের হয়ে। ভাইদের মতো বেনও তাঁর ঘরোয়া ক্যারিয়ার ইংল্যান্ডে শুরু করেছিলেন। তবে জাতীয় দল বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি বাবার পথে হেঁটে জিম্বাবুয়ের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
সম্প্রতি জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট (জেডসি) জানিয়েছে, তারা নতুন প্রতিভাকে সুযোগ দিয়ে দলকে পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবিত করতে চায়। জিম্বাবুয়ের হয়ে খেলার জন্য যেসব যোগ্যতা থাকা দরকার, সবই পূরণ করেছেন বেন কারেন। নির্বাচকেরা এখন তাঁকে চাইলেই জাতীয় দলে নিতে পারেন।
জিম্বাবুয়ে দলে সুযোগ পেলে আগামী নভেম্বরে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হতে পারে তাঁর। এমনকি আগামী বছর নটিংহামে ইংল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে টেস্টে দুই ভাই টম কারেন কিংবা স্যাম কারেনেরও মুখোমুখি হতে পারেন।
১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত জিম্বাবুয়ের হয়ে ১১টি ওয়ানডে খেলেছেন কারেন ভাইদের বাবা কেভিন কারেন। এরপর কাউন্টি ক্রিকেটে ক্যারিয়ার গড়তে চলে যান ইংল্যান্ডে। কাউন্টি ক্লাব নর্দাম্পটনের হয়ে খেলার সময় সেখানেই ১৯৯৬ সালে জন্ম হয় বেন কারেনের। জন্মসূত্রে তিনি ব্রিটিশ নাগরিক।
তবে বাবা কেভিন কারেন ২০০০ সালের দিকে কোচিং করাতে আবারও জিম্বাবুয়েতে ফেরেন। সঙ্গে পরিবারকেও সেখানে নিয়ে যান। কারেন ভাইদের শৈশবের অনেকটা সময় তাই আফ্রিকার দেশটিতে কেটেছে। ২০১২ সালে জিম্বাবুয়ের মুতারে শহরে জগিং করতে বেরিয়ে আকস্মিকভাবে মারা যান কেভিন কারেন।
বাবার মৃত্যুর পর কারেন ভাইয়েরা ইংল্যান্ডে ফিরে যান। বড় ভাই টম ও ছোট ভাই স্যাম কাউন্টি ক্লাব সারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। আর মেজ জন বেন যোগ দেন বাবার ক্লাব নর্দাম্পটনে।
কারেন ভাইদের বাবা কেভিন কারেন ২০১২ সালে মারা গেছেন
কারেন ভাইদের বাবা কেভিন কারেন ২০১২ সালে মারা গেছেনছবি: জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট
টম ও স্যাম একপর্যায়ে ইংল্যান্ড জাতীয় দলেও সুযোগ পেয়ে যান। দেশের হয়ে পান বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ। পেসার টম ছিলেন ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য। আর পেস বোলিং অলরাউন্ডার স্যাম ছিলেন ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের অপরিহার্য অংশ; টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কারটা স্যামের হাতেই উঠেছিল।
তবে বাঁহাতি টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান বেন ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো করলেও অ্যালেক্স হেলস, জেসন রয়, ডেভিড ম্যালান, জনি বেয়ারস্টোদের ভিড়ে ইংল্যান্ড দলে জায়গা করে নিতে পারেননি। ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার আশা ছেড়ে দিয়ে তাই ২০২২ সালে বাবা-দাদার দেশ জিম্বাবুয়ে গিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোযোগী হন। দেশটির প্রথম শ্রেণির প্রতিযোগিতা লোগান কাপের গত মৌসুমে মিড ওয়েস্ট রাইনোসের হয়ে ৪৫৮ রান করে নির্বাচনে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ড কর্মকর্তাদের দৃষ্টি কাড়েন। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে অপরাজিত ফিফটি করেন।
বাবা-মা ও দাদার জন্ম জিম্বাবুয়েতে। শৈশবের লম্বা সময় কাটিয়েছেন সেই দেশে। আর দুই বছর ধরে সেই দেশেই থাকছেন। শুধু দেখার বিষয় ছিল ঘরোয়া প্রতিযোগিতার পারফরম্যান্স। সবকিছুতেই উতরে যাওয়ায় জিম্বাবুয়ে দলে সুযোগ পেতে বেন কারেনের আর কোনো বাধা নেই। জিম্বাবুয়ে দলে ডাক পাওয়ার অপেক্ষায় থাকা বেন কারেন ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজকে বলেছেন, 'এটা অসাধারণ এক গল্প হবে, তা-ই না? যখন সুযোগ আসবে, তখন লুফে নিতে হবে। সত্যি সত্যিই এটা হলে (জিম্বাবুয়ে দলে সুযোগ পেলে) তা আমার জন্য বেশ অদ্ভুত, বিশেষ এবং মিশ্র আবেগের হবে। সম্ভবত আমি মায়ের কথা ভাবব। মনে হচ্ছে আমার চেয়ে মা-ই বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠবেন।'
জিম্বাবুয়েকে প্রতিনিধিত্ব করার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কারেন পরিবারের বৃত্ত পূরণ করতে চান বেন, 'আমি ইংল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে দুই দেশেই বাস করেছি। তবে আমার অনুমান জিম্বাবুয়ের সঙ্গেই আমার যোগসূত্র বেশি শক্তিশালী।

এমবাপ্পেকে নিয়ে নেইমারের বার্তা

আপনজন ডেস্ক: নেইমার ২০২৩ সালে পাড়ি জমিয়েছেন সৌদি আরবে। খেলেন আল হিলালের হয়ে। অন্যদিকে কিলিয়ান এমবাপ্পে এই মৌসুমে যোগ দিয়েছেন স্বপ্নের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে। এর আগে ২০১৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দুজনই একসঙ্গে খেলেছেন প্যারিস সেন্ট-জার্মেইতে।
নেইমার ও কিলিয়ান এমবাপ্পের সম্পর্ক পিএসজিতে শুরুর দিকে বন্ধুত্বপূর্ণ থাকলেও সময়ের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাতে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠে। লম্বা সময় একসঙ্গে কাটানোর পর তিক্ততা নিয়েই শেষ পর্যন্ত আলাদা হয়ে যান বর্তমান সময়ের দুই তারকা। মাদ্রিদে যোগ দিয়ে এমবাপ্পের সাথে বেশ উষ্ণ সম্পর্ক হয়ে উঠে রিয়ালে খেলা ব্রাজিলিয়ানদের সাথে। বিশেষ করে ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে এমবাপ্পের সুসম্পর্ক এখন প্রকাশ্যে।
এবার এমবাপ্পেকে নিয়ে রিয়ালে খেলা ব্রাজিলিয়ানদের বার্তা দিয়েছেন নেইমার। 'ইউরোপ ওয়ান' নামে একটি পডকাস্টে সাইরিল হানুনা বলেছেন, 'রিয়ালে খেলা সেই ব্রাজিলিয়ানরা নেইমারের বন্ধু। আর নেইমার ও এমবাপ্পের মধ্যে যুদ্ধটা সব সময় বিরাজমান ছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নেইমার ব্রাজিলিয়ান বন্ধুদের একটি বার্তা পাঠান। যেখানে সে তাদের বলে, এমবাপ্পের সঙ্গে খেলাটা বিপর্যয়কর। এটা অনেকটা নরকযন্ত্রণার মতো।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**